POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এমন বাগানসমূহের, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এইরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ সমূহেরও। অধিকন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ। উহাই হইবে পরম ও চরম সফলতা। (তওবা: ৭২)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 50

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 11 Dec, 2025 19 জামাদিউল সানি-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আল্লাহর বান্দাদের অধিকার রক্ষা করা-এটাই সেই পথ যার ওপর মানুষের সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য নির্ভর করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

বিশ্বাসী ব্যক্তি-সে আল্লাহ সম্পর্কিত বিষয়েই হোক বা মানুষের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রেই হোক-কখনোই লাগামহীন বা উদাসীন হয়ে পড়ে না। বরং মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে কোথাও যেন নিন্দার পাত্র না হয়, এই ভয়ে সে তার সকল আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক থাকে। সে নিয়ত নিজের এই আমানত ও অঙ্গীকারগুলো পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করতে থাকে এবং তাকওয়ার দৃষ্টিতে তাদের অন্তর্নিহিত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, যেন তাদের মধ্যে গোপনে কোনো ত্রুটি জন্ম না নিতে পারে।

আল্লাহ তার ওপর যে সব আমানত ন্যস্ত করেছেন-যেমন তার সব ক্ষমতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জীবন, সম্পদ, সম্মান ইত্যাদি-সে সেগুলোকে যথাসাধ্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং তাকওয়ার পূর্ণ আনুগত্যে তাদের যথাযথ স্থানে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। একইভাবে ঈমান প্রকাশের সময় আল্লাহর সঙ্গে যে অঙ্গীকার সে করেছে, তা সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী পূরণে সচেষ্ট থাকে।

তদ্রূপ, আল্লাহর সৃষ্টির পক্ষ থেকে তার কাছে অর্পিত আমানতসমূহ, কিংবা যেসব বিষয় আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়, সেগুলোর প্রতিও সে যথাসম্ভব তাকওয়া বজায় রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে অটল থাকে। কোনো বিরোধ দেখা দিলে সে তাকওয়াকে সামনে রেখে তার নিষ্পত্তি করে-যদিও এতে তার ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়ে যায়।...........

স্পষ্ট যে, আল্লাহর আমানত এবং ঈমানের অঙ্গীকারসমূহের যথাসাধ্য সম্মান রক্ষা করা; এবং আপাদ-মস্তক নিজের সমস্ত ক্ষমতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-হোক তা বাহ্যিক যেমন চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি, অথবা অভ্যন্তরীণ যেমন হৃদয়, অন্তর্নিহিত শক্তি ও নৈতিক গুণাবলি-এসবকে যথাস্থানে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, অনৈতিক কাজে ব্যবহার থেকে তাদের বিরত রাখা এবং তাদের সূক্ষ্ম আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক থাকা, একই সঙ্গে আল্লাহর বান্দাদের অধিকার রক্ষা করা-এটাই সেই পথ যার ওপর মানুষের সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য নির্ভর করে।

এই কারণেই মহান আল্লাহ কোরআনে তাকওয়াকে "পোশাক"বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ কোরআনিক অভিব্যক্তি হলো لِبَاسُ التَّقْوٰى। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব কেবল তাকওয়া থেকেই উদ্ভূত হয়। আর তাকওয়া হচ্ছে-একজন মানুষ তার সামর্থ্যের পূর্ণসীমায় আল্লাহর সমস্ত আমানত এবং ঈমানের অঙ্গীকার, তদুপরি সৃষ্টির সব আমানত ও অঙ্গীকার-এসবের প্রতিটি সূক্ষ্ম ও গভীর দিক যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করবে।

"ঈমানের অঙ্গীকার"বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সব প্রতিশ্রুতি, যা একজন ব্যক্তি বায়'আত ও ঈমান গ্রহণের সময় করে-যেমন হত্যা থেকে বিরত থাকা, চুরি না করা, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা, এবং মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের প্রতি আনুগত্য ও নবী করিমের অনুসরণে অবিচল থাকা।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড এর পরিশিষ্ট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ২০৮-২১০

আমানত, বিশ্বস্ততা এবং অঙ্গীকার রক্ষার উপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

-হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর লেখনী থেকে

[redacted] আনহু) সূরা আল-মুমিনূনের নবম আয়াত- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ "এবং যারা তাদের অর্পিত আমানত ও অঙ্গীকারসমূহ নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করে-এর ব্যাখ্যায় বলেন:

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অঙ্গীকার ও চুক্তি পালনের ব্যাপারে এমন অসাধারণ যত্নশীল ছিলেন যে, এমনকি তাঁর নবুওয়তের ঘোষণার আগেই, মক্কার কয়েকজন যুবক, যারা গোত্রগত দ্বন্দ্ব এবং নিত্যদিনের কলহ-বিবাদ ও অবিচারে উদ্বিগ্ন ছিল, এক সংঘ গঠন করে যার উদ্দেশ্য ছিল নিপীড়িতদের সাহায্য করা। পবিত্র নবী (সা.) নিজেও এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। সভার সদস্যরা সবাই শপথ করেছিল যে সমুদ্রে যতদিন একটি ফোঁটা পানিও থাকবে, ততদিন তারা নির্যাতিতদের সহায়তা করবে, অত্যাচারীর কাছ থেকে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে দেবে; আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে নিজেদের সম্পদ থেকে সেই অধিকার প্রদান করবে।

এই সংঘ-যা নিপীড়িতদের সহায়তা ও তাদের আমানত রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-ইতিহাসে এর কাজ ও সেবার বিস্তারিত তথ্য খুব বেশি পাওয়া যায় না। তবে নবুওয়তের ঘোষণার পরে, যখন মক্কার লোকেরা পবিত্র নবী (সা.)-এর ঘোর শত্রু হয়ে উঠেছিল, তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জানায় যে আবু জাহল তার কিছু টাকা ধার নিয়েছিল কিন্তু ফেরত দিচ্ছে না। সে বলল, "আপনি হিলফুল-ফুজুলের সদস্য ছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আপনি সর্বদা নির্যাতিতদের সাহায্য করবেন। আমি আপনাকে আপনার সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে চলুন এবং আবু জাহলের কাছ থেকে আমার পাওনাটি আদায় করে দিন।"

এ কথা শোনার পর, যদিও মক্কায় প্রকাশ্যে চলাফেরা করা পবিত্র নবী (সা.)-এর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, এবং যদিও আবু জাহল তাঁর সবচেয়ে ভয়ানক শত্রু ছিল, যিনি তাঁকে ক্ষতি করতে পারতেন-তবুও পবিত্র নবী (সা.) তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন, ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি আবু জাহলের বাড়িতে গেলেন এবং দরজায় কড়া নাড়লেন। আবু জাহল বের হলে তিনি বললেন, "এই লোকটি দাবি করছে আপনি তার টাকা নিয়েছেন। এখনই তা পরিশোধ করুন।" কোনোরূপ বিতর্ক ছাড়াই আবু জাহল ভেতরে গিয়ে টাকা এনে তাকে দিয়ে দিল।

পবিত্র নবীর একটি অনুরোধেই আবু জাহলের এমন দ্রুত নতি স্বীকারের বিষয়টি কিন্তু গোপন রইল না। দাবানলের মতো খবরটি গোটা মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল, এবং লোকেরা বলতে শুরু করল, "আবুল হাকাম তো আমাদের বলে যে আমরা যেন মুহাম্মদের কথা না শুনি; অথচ সে নিজেই এত ভয় পেয়ে গেল যে মুহূর্তের বিলম্ব ছাড়াই টাকা দিয়ে দিল!"এই কথাবার্তা শুনে আবু জাহল বলল, "আল্লাহর কসম! তোমরা যদি আমার স্থানে থাকতে, তোমরাও একই কাজ করতে। যখন মুহাম্মদ আমার সামনে এলেন, আমি দেখলাম তাঁর ডান ও বাম পাশে দুটি বিশাল উট দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দৃশ্য দেখে আমি ভীষণ ভীত হয়ে পড়লাম এবং মনে করলাম, যদি আমি তাঁর কথামতো না চলি তবে এই দু'টি উট আমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।" আসলে এমন কোনো দৃশ্য তাকে দেখানো হয়েছিল কি না, নাকি সত্যের প্রতাপ তার বিদ্রোহী মনকে আবিষ্ট করেছিল-তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কিন্তু যাই হোক, পবিত্র নবী (সা.) হিলফুল-ফুজুলের চুক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে একটি নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলে, সত্যের মহিমা আবু জাহলের দুষ্ট প্রবৃত্তিকে দমন করে তাকে সেই মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল।

পবিত্র নবী (সা.) চুক্তি পালনে এতই সতর্ক ছিলেন যে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়-যেখানে শর্ত ছিল যে মক্কার কোনো যুবক মুসলমান হলে তাকে তার পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু যদি কোনো মুসলমান মক্কার লোকদের কাছে ফিরে যায় তবে তারা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না-সেই চুক্তির কালি এখনো শুকায়নি, এমন সময়

(এরপর ১১ পাতায়......)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

এই প্রতিশ্রুতিও আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আমার পথে ব্যয় করবে আমি তাকে বহু গুণ বৃদ্ধি করে দিবো। ইহকালেও সে অনেক কিছু লাভ করবে আর মৃত্যুর পর পরকালের পুরস্কারও দেখতে পাবে যে, কতটা সুখস্বাচ্ছন্দ্য সে লাভ করেছে।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, ইসলামের উন্নতিকল্পে আর্থিক কুরবানী করো।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তকে এই আহ্বান জানান যে, একটি তহবিল গঠনকরুন যেন আমরা আহমদীয়াত এবং ইসলামের বার্তা বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছাতে পারি এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে আরো মজবুত করতে পারি, যেন বিরোধীদের ষড়যন্ত্র এবং হৈচৈয়ের আমরা মোকাবিলা করতে পারি এবং জামা'তের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচারণ চলছে তা ভুল প্রমাণ করতে পারি। আর শুধু ভুল প্রমাণ করাই নয়, বরং তবলীগের দায়িত্বও পালন করতে পারি

আহরারীদের যে দাবিটি ছিল– আমরা কাদিয়ানকে ধ্বংস করে দিবো, আহমদীয়াতকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেবো এবং আজ পর্যন্ত এসব স্লোগান আমাদের বিরোধীরা দিয়ে থাকে; প্রতিদিন কেউ না কেউ দিয়ে থাকে। এসব স্লোগানের জবাব প্রতি বছর জামা'তের উন্নতির দ্বারা দেওয়া হয়, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ দ্বারা দেওয়া হয়। জামা'তে বয়আত করে যোগদানকারী মানুষজনই এর জবাব এবং আজ দুইশত বিশটি দেশে বিস্তৃত জামা'তের উন্নতি এর জবাব যে, দেখো! তোমরা স্লোগান দিতে– ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেবো! কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হলো, জামা'ত উন্নতির পর উন্নতি করে চলেছে।

আজও প্রত্যেক আহমদী, যারা সত্যিকার অর্থেই আন্তরিকতার সাথে কুরবানী করে– (তারা) এটি অনুধাবন করে। কুরবানীকারীরা নিজেদের ঘটনাবলিও লিখে থাকে। আশ্চর্য হতে হয়, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কুরবানী করার সামর্থ্য দিয়েছেন আর কীভাবে তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন।

যারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করে; তারাও যেন নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করে। কেবল অর্থ দান করে যেন এই ধারণা না করে যে, অনেক কিছু করে ফেলেছি! নিজেদের ইবাদতের মানও যেন উন্নত করে। আর্থিক কুরবানী করে এ কথা যেন মনে করা না হয় যে, আমাদের আর ইবাদত করার প্রয়োজন নেই। মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, নামায ও রোযাও আর্থিক কুরবানীর পাশাপাশি অপরিহার্য।

দেখুন! রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে আবু বকর, উমর, উসমান (রা.)-র মতো দানশীল সহচর দান করেছিলেন, তেমনি এই যুগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র ন্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও নিজ মনিবের অনুসরণের কারণে এমন সেবক দান করেছেন যিনি সবকিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র ন্যায় আদর্শ উপস্থাপন করেছেন।

এ ধরনের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করলে শুধু নতুন আহমদিদের ঈমানই শক্তিশালী হয় না, বরং আমাদের দীর্ঘদিনের সদস্যদের ঈমানও আরও মজবুত হয়। তদুপরি, আমাদেরও চিন্তা করা উচিত যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ কীভাবে এসব মানুষের পথনির্দেশ করেন।

তহরিক-ই-জাদীদের একানব্বইতম (৯১তম) বর্ষে জামাতের সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত আর্থিক ত্যাগের উল্লেখ এবং বিরানব্বইতম (৯২তম) বর্ষের সূচনার ঘোষণা।

গত বছর বিশ্বব্যাপী আহমদিয়া জামাতগুলো তহরিক-ই-জাদীদের জন্য ৫৫.১৯ মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক ত্যাগ পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করে। এই পরিমাণটি আগের বছরের তুলনায় ১.৫৬৪ মিলিয়ন পাউন্ড বেশি।

বিভিন্ন দেশের নিষ্ঠাবান আহমদিদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত আর্থিক ত্যাগ সম্পর্কিত ঈমান-উদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৭ নভেম্বর, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (৭ নবুয়ত, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۔ (البقرة:262)

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, যার অনুবাদ হল:

এই আয়াতের অনুবাদ হলো: যারা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের এই কাজের উদাহরণ সেই শস্যদানার মতো যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রতিটি শীষে একশত দানা থাকে। আর আল্লাহ্ যার জন্য চান তাকে এর চেয়ে আরো বৃদ্ধি করে দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা ও মহাজ্ঞানী। (সূরা বাকারা: ২৬২)

পহেলা নভেম্বর থেকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে জামা'তের তাহরীকে জাদীদের নতুন আর্থি ক বছর শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে নতুন বছরের তাহরীকে জাদীদের ঘোষণাও দেওয়া হয় এবং বিগত বছরের আর্থি ক কুরবানীর কথাও উল্লেখ করা হয় যা জামা'তসমূহের পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আর্থি ক ত্যাগের গুরুত্ব সম্পর্কেও কিছু বর্ণনা করা হয়। আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করার পূর্বে আমি তাহরীকে জাদীদের সংক্ষিপ্ত পটভূমি বর্ণনা করছি।

তাহরীকে জাদীদের সূচনা ১৯৩৪ সালে হয়েছিল। কিছু নতুন আগমনকারী আছে, কিছু যুবক আছে; এমন তরুণদের হয়ত জানা নেই, এজন্য বর্ণনা করছি; তাহরীকে জাদীদের সূচনা ১৯৩৪ সালে হয়েছিল যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ঘোষণা করেছিলেন। এর কারণ ছিল, সেই সময় জামা'তের বিরুদ্ধে আহরারীরা একটি নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল এবং বড়ো হৈচৈ সৃষ্টি করেছিল। বিরোধিতার একটি ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল আর তাদের স্লোগান ছিল, আমরা আহমদীয়াতকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেবো, কাদিয়ানের নামচিহ্নও অবশিষ্ট থাকবে না, এটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিবো। একইভাবে

বেহেশতী মাকবেরা, যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাজার রয়েছে, সেটি অবমাননার কর্মসূচিও ছিল। এটা তো তাদের জন্য সাধারণ বিষয়। সেই সময়ও যেভাবে নিরাপত্তা দেওয়া উচিত ছিল, সরকার জামা'তকে নিরাপত্তা দিচ্ছিল না; বরং এটা বলা উচিত হবে যে, বিরোধীদের সমর্থন দিচ্ছিল। এমন সময়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তকে এই আহ্বান জানান যে, একটি তহবিল গঠন করুন যেন আমরা আহমদীয়াত এবং ইসলামের বার্তা বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছাতে পারি এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে আরো মজবুত করতে পারি, যেন বিরোধীদের ষড়যন্ত্র এবং হৈচৈয়ের আমরা মোকাবিলা করতে পারি এবং জামা'তের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচারণ চলছে তা ভুল প্রমাণ করতে পারি। আর শুধু ভুল প্রমাণ করাই নয়, বরং তবলীগের দায়িত্বও পালন করতে পারি; কেননা এখন পর্যন্ত তবলীগের যে দায়িত্ব আমাদের পালন করা উচিত ছিল, তা আমরা সেই গুরুত্বের সাথে পালন করি নি যেমনটি হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং এই চিন্তাভাবনার সাথে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা করেছিলেন এবং এটাও বলেছিলেন যে, দেশেও এবং বহির্বিশ্বে ও আমাদের ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে, যেন শত্রুরা আমাদের পরিকল্পনাকে কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা না করে। এক জায়গায় যদি বিরোধিতা থাকে তবে অন্য জায়গায় যেন উন্নতি দেখা যায় এবং জামা'তের গণ্ডি বিস্তৃত হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আজ আমরা দেখছি, বিশ্বের সমস্ত দেশে আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলামের বার্তা পৌঁছে গেছে এবং আমাদের মিশনারী ও মুবাল্লিগরা সেখানে কাজ করছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা মসজিদ নির্মাণ করেছি, আমাদের স্কুল পরিচালিত হচ্ছে, হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে। জামা'তের মুবাল্লিগ এবং মুরব্বীরা সেবার সুযোগ পাচ্ছেন, বইপুস্ত ক প্র কাশিত হচ্ছে, বিভিন্ন দেশে এমটিএ-র স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্টুডিও ছাড়াও সারা বিশ্বে এসব স্টুডিও ছড়িয়ে আছে; রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও এই সমস্ত কাজের বহু খরচ অন্যান্য চাঁদা থেকেও পূরণ করা হয়, তবে তাহরীকে জাদীদ এতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

তাহরীকে জাদীদের অধীনেই বিশ্বে মুবাল্লিগ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে বিশ্বের প্রায় ছয়-সাতটি দেশে জামেয়া প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যেখানে মুবাল্লিগ এবং মুরব্বীরা প্রস্তুত হচ্ছেন আর এরপর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম ও আহমদীয়াতের তবলীগের কাজ করছেন। আর আহরারীদের যে দাবিটি ছিল- আমরা কাদিয়ানকে ধ্বংস করে দিবো, আহমদীয়াতকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দিবো এবং আজ পর্যন্ত এসব স্লোগান আমাদের বিরোধীরা দিয়ে থাকে; প্রতিদিন কেউ না কেউ দিয়ে থাকে।

সম্প্রতি রাবওয়াতে তাদের একটি সম্মেলন হয়েছিল বা জলসা হয়েছিল, সেখানেও তারা এই স্লোগানই দিয়েছে। তো এসব স্লোগানের জবাব প্রতি বছর জামা'তের উন্নতির দ্বারা দেওয়া হয়, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ দ্বারা দেওয়া হয়। জামা'তে বয়আত করে যোগদানকারী মানুষজনই এর জবাব এবং আজ দুইশত বিশটি দেশে বিস্তৃত জামা'তের উন্নতি এর জবাব যে, দেখো! তোমরা স্লোগান দিতে- ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেবো! কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হলো, জামা'ত উন্নতির পর উন্নতি করে চলেছে।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার এই কাজ এবং এই সমর্থন এ বিষয়ের প্রমাণ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি সত্য ছিল এবং সত্য। আর আহমদীয়াত আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে কোনো মানুষের রোপিত চারা নয়, কোনো সংগঠনের রোপিত চারা নয়, কোনো সরকারের রোপিত চারা নয়; বরং আল্লাহ্ তা'লার রোপিত চারা, যা একটি বিশাল বৃক্ষ হয়ে গেছে, যার শাখাপ্রশাখা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে এবং আল্লাহ্ তা'লা এটিকে আরো বিস্তৃত করছেন আর ফলে সমৃদ্ধ করছেন। এই ধারা চলমান আছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি, এতেও আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ সেই শস্যদানার মতো, যেমনটি অনুবাদে বর্ণিত হয়েছিল, যার সাতটি শীষ থাকে এবং প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্যদানা, বরং আল্লাহ্ তা'লা এর চেয়েও বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তোমরা আমার পথে যা ব্যয় করো, আমি তোমাদেরকে তার প্রতিদান অবশ্যই দিয়ে থাকি; বরং আমার এই সামর্থ্য রয়েছে যে, তোমাদের এই ত্যাগকে সাতশ গুণ পর্যন্ত, বরং তার চেয়েও বেশি করে দিতে পারি। সুতরাং এই নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের হৃদয়ে এই উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন যে, নিজেদের মন খুলে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে থাকো; আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারের জন্য ব্যয় করো, যে কাজ এই যুগে মসীহ্ মওউদ এবং ইমাম মাহদীর দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল এবং আজ তাঁর জামা'তের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সম্পদে বরকত দেবেন এবং তা আমরা প্রতি বছর দেখি আর আমি বর্ণনাও করে থাকি। এই বছরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের মন খুলে দেন এবং অনেক জায়গায় কোনো ধরনের অভাবের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষ ত্যাগ করে চলেছে আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের দানও করেন অথবা তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি দান করেন এবং তারা এভাবে কুরবানী করে আনন্দিতও হয়, (ক্ষেত্রবিশেষে) যদি তারা তাৎক্ষণিক ফল না-ও পায়- তবুও। আর কিছু সময় পর তাদের সেসব বাসনাও পূর্ণ হয়ে যায় যেগুলো জলাঞ্জলি দিয়ে তারা আর্থিক কুরবানী করেছিল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই জগতেও প্রতিদান দেওয়া হবে, পরকালেও প্রতিদান দেওয়া হবে। এমন অনেকেই আছেন যারা এ পৃথিবীতেও প্রতিদান লাভ করেন আর পরকালের প্রতিদান তো অপরিসীম। অতীতের বুযুর্গরাও এ আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম রাযী (রাহে.) তার তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'লা (তাঁর পথে ব্যয়কৃত) ধনসম্পদ বর্ধিত করে ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি লেখেন, আল্লাহ্ তা'লা জীবিত করার ও মৃত্যু দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজ ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। যদি এই ক্ষমতা আল্লাহ্র না থাকত, তাহলে (তাঁর পথে ধনসম্পদ) ব্যয় করার নির্দেশ যথাযথ হতো না। কেননা প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়ার কোনো সত্তা যদি না থাকতেন, তাহলে (তাঁর পথে সম্পদ) ব্যয় করা নিরর্থক হতো। যদি পুরস্কার ও শাস্তির বিধান না থাকত তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এটি বলতেন না যে, আমার পথে ব্যয় করো, আমি তোমাদের প্রতিদান দেবো। এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লাই তাঁর পথে কুরবানীকারীদের উত্তম প্রতিদান দেন আর এর বিপরীতে অপরাধীরা শাস্তি ও লাভ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি এটিই লিখেছেন, অন্য কথায় আল্লাহ্ তা'লা যেন (তাঁর পথে সম্পদ) ব্যয়কারীদের বলছেন, তুমি জানো যে, আমিই তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমার প্র তি আমার অনুগ্রহরাজি সম্পূর্ণ করেছি। আর তুমি আমার পুরস্কার ও সওয়াব দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত। কাজেই, তোমার এই জ্ঞান যেন তোমাকে সম্পদ খরচ করতে অনুপ্রাণিত করে। কেননা তিনিই, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাই সামান্য কিছুর বিনিময়ে অধিক পরিমাণে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আর অধিক পরিমাণে দেওয়ার দৃষ্টান্তই এভাবে বর্ণনা করেছেন; অর্থাৎ যে একটি শস্যবীজ বপন করে, এর বিনিময়ে আমি সাতটি শীষ উৎপন্ন করি এবং প্রত্যেক শীষে একশটি শস্যদানা থাকে। এরপর এটি বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন, يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্র পথে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। সাবীলিল্লাহ্ শব্দেরঅর্থ হচ্ছে ধর্ম ।

(আত তফসীরুল কবীর, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৯)

(অর্থাৎ তারা) আল্লাহ্র ধর্মের জন্য ব্যয় করে। আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে স্বীয় প্রতিশ্রুতি এবং ওয়াদা পূর্ণ করেন- এর দৃশ্য আমরা সর্বদা আহমদীয়া জামা'তের মাঝে দেখতে পাই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি তোমরা ধর্মীয় কাজে তোমাদের ধনসম্পদ খরচ করো তাহলে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে একটি শস্যবীজ থেকে সাতশ শস্যদানা উৎপন্ন করেন, ঠিক সেভাবেই তিনি তোমাদের ধনসম্পদও বৃদ্ধি করবেন, বরং এর চেয়েও অধিক উন্নতি দান করবেন, যার প্রতি وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنۡ يَّشَآءُ (অর্থাৎ আর আল্লাহ্ যার জন্য চান আরো বৃদ্ধি করেন) আয়াতাংশে ইঙ্গিত রয়েছে। অতএব, ইতিহাস সাক্ষী, বাস্তবেও এমনটিই হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) নিঃসন্দেহে অনেক কুরবানী করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মহানবী (সা.)-এর সর্বপ্রথম খলীফা মনোনীত করে যে মহান পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন- এর তুলনায় তাঁর কুরবানীসমূহের কীই-বা মূল্য ছিল? একইভাবে হযরত উমর (রা.)ও অনেক কিছু দিয়েছেন, কিন্তু (বিনিময়ে) তিনি কত বড়ো পুরস্কার পেয়েছেন! হযরত উসমান (রা.)ও যা কিছু করেছিলেন, তার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি তিনি এই পৃথিবীতেই প্রতিদান পেয়েছেন। এভাবে আমরা যদি এক এক করে প্রত্যেক সাহাবীর প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা সেসব ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার একই ব্যবহার দেখতে পাই। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-র কথাই ধরুন; বর্ণিত আছে, যখন তিনি মারা যান তখন তাঁর কাছে তিন কোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। এছাড়া তিনি তাঁর জীবদ্দশায় লক্ষ লক্ষ টাকা (আল্লাহ্র পথে) খরচ করেছেন। অনুরূপভাবে সাহাবীরা যখন (বাধ্য হয়ে) তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করেন, তখন তারা (এর চেয়ে) উত্তম মাতৃভূমি লাভ করেন। ভাইবোন ত্যাগ করলে

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

তারা আরো উত্তম ভাইবোন পেয়েছেন। নিজেদের বাবা-মাকে ছেড়ে আসলে তারা মহানবী (সা.)-কে পেয়েছিলেন যিনি তাদেরকে বাবা-মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। মোটকথা, আল্লাহ্‌র পথে কুরবানীকারী কখনোই উত্তম প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয় না।" (তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬০৪)

বিগত খুতবাগুলোতে আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করেছি। বর্তমানে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে যেসব যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছে এতেও সাহাবীদের বিভিন্ন পুণ্যের উল্লেখ চলে আসে, তাদের কুরবানী বা আত্মত্যাগের উল্লেখ চলে আসে। এখন দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তাদেরকে এর উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করে গিয়েছেন! আর আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিনষ্ট হতে দেন নি, বরং তাদেরকে অফুরন্ত দানে ভূষিত করেছেন। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা অসংখ্য স্থানে (তাঁর পথে) ব্যয় করার বিষয়ে বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা কোথাও বলেন, 'নিজের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করো', 'তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস থেকে খরচ করো, আমি তোমাদেরকে প্রতিদান দেবো','তোমাদের ধনসম্পদে সমৃদ্ধি দিতে থাকব', 'আমি স্বীয় কল্যাণরাজিতে তোমাদেরকে ভূষিত করতে থাকব'। আর আমরা (প্রতিনিয়ত) আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহরাজি প্রত্যক্ষ করছি।

আজও প্রত্যেক আহমদী, যারা সত্যিকার অর্থেই আন্তরিকতার সাথে কুরবানী করে- (তারা) এটি অনুধাবন করে। কুরবানীকারীরা নিজেদের ঘটনাবলিও লিখে থাকে। আশ্চর্য হতে হয়, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কুরবানী করার সামর্থ্য দিয়েছেন আর কীভাবে তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন।

আমি কিছু দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করব, কিন্তু এর পূর্বে হাদীসের বরাতে কিছু জ্ঞানগত এবং ঐতিহাসিক বিষয়ও বর্ণনা করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছেন যেটিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন; মসীহ্ মওউদ নন বরং মসীহ্ (আ.) অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, স্বর্গে নিজের জন্য ধনসম্পদ জমিয়ে রাখো, যেখানে কোনো কীটপতঙ্গ বা মরিচা তা বিনষ্ট করতে পারে না আর সেখানে কোনো চোর সেঁধ কেটে চুরিও করে না । এটি হলো ইঞ্জিলে বর্ণিত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ধনভাণ্ডারে নিজের ধনসম্পদ সঞ্চয় করো তাহলে শুধুমাত্র তা কেউ চুরি করবে না তা-ই নয়,বরং তোমরা কমপক্ষে একের বিপরীতে সাতশ গুণ প্রতিদান পাবে এবং বৃদ্ধির দিক থেকে এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। আবার মসীহ্ (আ.) বলেন, সেখানে শস্য কোনো পোকামাকড় খেতে পারবে না। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে, তা শুধুমাত্র পোকামাকড়ের (আক্রমণ) থেকেই সুরক্ষিত থাকে না বরং এক থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত রূপে ফেরত পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'লা নিঃসন্দেহে কোনো মানুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যদি তাদেরকে কোনো কাজ করার সুযোগ দেন তাহলে এর মাধ্যমে তিনি তাদের মর্যাদা উন্নীত করতে চান।"(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬০৪-৬০৫)

আর এ জগতেও কার্যত সেটি সাতশ গুণ বৃদ্ধি করতে পারেন। কিন্তু এসব পুণ্যকর্মের প্রতিদান পরকালে বহুগুণ বর্ধিত করেও প্রদান করবেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা প্র তিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে, তিনি সাতশ গুণ বাড়িয়ে দেন; আর এটি শুধুমাত্র ইহকালের জন্যই নয়, বরং ইহকালেও এবং পরকালেও বাড়িয়ে প্রদান করতে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও এক স্থানে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখো! নবীরা যে চাঁদা চান তা নিজের জন্য নয় বরং সেসব চাঁদাদাতাকে কিছু দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ চাঁদাদাতা, যারা কুরবানী করেন, তাদের মঙ্গলের জন্য বলেন- চাঁদা দাও যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি কৃপা করেন এবং তোমাদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে দান করার অনেক উপায় রয়েছে। এর মধ্যে এ-ও একটি উপায়, যার উল্লেখ প্রারম্ভিক সূরায় অর্থাৎ সূরা বাকারার চতুর্থ আয়াত مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ- এর মাধ্যমে করেছেন। অতঃপর اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ- এটিও সূরা বাকারার আয়াত। অতঃপর এই পারাতেই উল্লেখ করেছেন أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ এটিও সূরা বাকারার আয়াত। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, এ পর্যায়ে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় আর্থি ক কুরবানীর বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইঞ্জিলে একটি পদ রয়েছে, কেউ যাচনা করলে তুমি তাকে প্রদান করবে। কিন্তু লক্ষ্য করো, পবিত্র কুরআন এ বিষয়টিকে পাঁচ রুকূতে অনেক বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। প্রথম প্রশ্ন হলো, কাউকে কেন দান করবে? এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছে, আল্লাহ্ তা'লার বাণী প্রচার করার নিমিত্তে ব্যয়কারীকে প্রদান করো। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, যখন কেউ কোনো বীজ মাটিতে বপন করে। উদাহরণস্বরূপ, বাজরার বীজ, এরপর এখেকে কয়েকটি শীষ বের হয়। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ অর্থাৎ, আর আল্লাহ্ যার জন্য চান তাকে এর চেয়েও বৃদ্ধি করে দেন। অর্থাৎ, কোনো কোনো স্থানে একের বিপরীতে দশ আবার কোথাও একের বিনিময়ে সাতশ গুণ প্রতিদানের উল্লেখ রয়েছে। এই পার্থ ক্যটি সময়, প্রয়োজন এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ একজন ব্যক্তি যে নদীর কিনারায় আছে, শীতকাল, বৃষ্টি হচ্ছে; এমন মুহূর্তে কেউ যদি কারো কাছে পানি চায় আর সে তখন গ্লাস ভরে পানি দেয় তাহলে এটি কোনো বড়ো বিষয় নয়। কেননা সর্বত্র পানি আর পানি। কিন্তু কেউ যদি এমন সময় কোনো ব্যক্তিকে পানি দেয় যখন সে দুপুরের সময় জঙ্গলে রয়েছে এবং পিপাসায় ছটফট করছে, তার প্রাণ ওষ্ঠাগত এবং জ্বরে পুড়ছে- তবে সেটি মহান পুণ্যের কাজ হবে। সুতরাং এই ধরনের পার্থক্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদানের ক্ষেত্রেও তারতম্য রেখেছেন। কোথাও প্রয়োজনের নিরিখে কুরবানী অনেক বেশি হয়ে থাকে, আর এর প্রয়োজনও বেশি হয়ে থাকে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিদানও সাতশ গুণ অথবা তারও বেশি বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন। আবার কোথাও কুরবানী এত বেশি হয় না, কিন্তু তবুও সেখানে কুরবানীর প্রয়োজন থাকে,সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখেন না। বরং সেখানেও দুই গুণ বা দশ গুণ প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এই উদাহরণগুলো হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ধনসম্পদ খরচ করা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি হযরত রাবেয়া বসরীর একটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। তিনি ঘরে বসা ছিলেন। তখন মেহমান চলে আসে এবং ঘরে খাবারের জন্য কেবল দুটি রুটি ছিল। তিনি তার পরিচারিকাকে বলেন, এ দু টি রুটি সদকা হিসেবে দিয়ে আসো। সেই পরিচারিকা বলে, কী অদ্ভুত বিষয়! ঘরে মেহমান এসেছে, মাত্র দুটি রুটিরয়েছে; আর আপনি বলছেন এটিও দরিদ্র দের মাঝে বিলিয়ে দিতে? কিছু সময় পর বাহির থেকে আওয়াজ আসে। একজন মহিলা জানায়, তাদের প্রতিবেশী একজন ধনাঢ্য মহিলা কিছু খাবার পাঠিয়েছেন। যখন খাবার আসে তখন হযরত রাবেয়া বসরী (রা.) তা গণনা করেন আর তাতে আঠারোটি রুটি ছিল। হযরত রাবেয়া বসরীর আল্লাহ্ তা'লার সাথে গভীর সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। তিনি বলেন, আমি দু টি দিয়েছি, সুতরাং এর চেয়ে বেশি হবার কথা ছিল। এর বিপরীতে হয় দশ গুণ হবে অথবা দ্বিগুণ হবে। তিনি বলেন, এই আঠারোটি রুটি আমার জন্য নয়। আমার বিশজন মেহমান এসেছে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার জন্য বিশটি রুটি আসার কথা ছিল; এটি আমার জন্য না। তিনি বলেন, আমি এটি নেব না, এটি ফেরত দিয়ে দাও। তার পরিচিকা বলে, আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছেন, রেখে দিন। কিন্তু তিনি বলেন, না! এটি আমার জন্য প্রেরণ করা হয় নি। এরই মধ্যে সেই ধনাঢ্য প্র তিবেশী মহিলার আওয়াজ আসে। তিনি সেই পরিচিকাকে ডেকে বলেন, তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? আমি রাবেয়া বসরীর জন্য অন্য খাবার প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। যখন তা আনা হলো, তাতে কুড়িটি রুটিই ছিল। এভাবেই পুণ্যবান বান্দারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের চাহিদা পূরণ করতেন।

এই প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র পথে আমরা কেন খরচ করব? তিনি বলেন, প্রথমত কেবল 'ইবতিগায়ে মারযাতিল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য দান করো, অনুগ্রহ করে খোঁটা দিও না। বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দাও যেন তিনি আমাদের প্রতি খুশি হন। এজন্য খরচ করো, কেননা তিনি আমাদের প্রতি অগণিত অনুগ্রহ করেছেন। এজন্য খরচ করো কেননা আল্লাহ্‌র

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জুমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: Noor Jahan Begum, Kolkata

ধর্মের খাতিরে দেওয়া জরুরি। কীভাবে দেবে? আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দেবে; যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, অনুগ্রহ করে খোঁটা দেওয়ার জন্য দিবে না।

যারা কুরবানী করেছে জামা'তের প্রতি তাদের কোনো অনুগ্রহ নেই; বরং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হলো, যখন তুমি আল্লাহ্ তা'লার পথে পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে খরচ করো তখন তিনি তোমাদের বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাদের সম্পদে এমনভাবে বরকত দান করেন- যেমনটি একটি বীজ বপন করার পর ঘটে। বপন করা হয় একটি মাত্র বীজ, কিন্তু আল্লাহ্ তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন করে দিতে পারেন এবং প্রতিটি শীষে একশত দানা উৎপন্ন করতে পারেন। অর্থাৎ, মূল বস্তু থেকে বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়াই আল্লাহ্‌র এক বিশেষ গুণ। বাস্তবিক আমরা সবাই আল্লাহ্‌র এই ক্ষমতার কারণেই জীবিত আছি। যদি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই সমৃদ্ধি দানের ক্ষমতা না রাখতেন, তবে সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যেত, একটি প্রাণীও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৭০-১৭১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, তা'বীরুর রুইয়াতে (বা স্বপ্নের ব্যাখ্যায়) কলিজা বলতে সম্পদকে বোঝায়। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, তার বুক চিরে কলিজা বের করে দিচ্ছে, তাহলে এর অর্থ হলো সম্পদ। তাই দান-খয়রাত করা আসলে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার নামান্তর। অর্থাৎ, আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি; মানুষ যখন দান করে, তখন সে কতখানি আন্তরিকতা ও ধৈর্য প্রদর্শন করে। আসল বিষয় হলো, শুধু মুখের কথায় চিড়ে ভেজে না, যতক্ষণ না বাস্তবে তা কার্যে পরিণত করা হচ্ছে। এজন্যই এটিকে 'সদকা' বলা হয় কারণ এটি সত্যবাদীর সত্যতার প্রমাণ দান করে, যেন তার সততা প্রমাণ হয়ে যায় যে, সে ঈমানের ক্ষেত্রে সৎ। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৮)

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,একদা মহানবী (সা.) বলেন,আমি কি তোমাদেরকে সকল দানশীলের চাইতে শ্রেষ্ঠ দানশীলের কথা বলব না? সাহাবীরা নিবেদন করেন, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সকল দানশীলের চেয়ে অনেক বেশি দানশীল। এরপর তিনি (সা.) নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো দানশীল। (মাজমুয়ায়ে জোয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৪)

এরপর তিনি (সা.) নামায, রোযা ও আর্থিক কুরবানীর প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, নামায, রোযা ও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা- আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কৃত অর্থের সওয়াবকে সাতশ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ , হাদীস-২৪৯৮)

অতএব, এই নির্দেশ তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করে; তারাও যেন নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করে। কেবল অর্থ দান করে যেন এই ধারণা না করে যে, অনেক কিছু করে ফেলেছি! নিজেদের ইবাদতের মানও যেন উন্নত করে। আর্থিক কুরবানী করে এ কথা যেন মনে করা না হয় যে, আমাদের আর ইবাদত করার প্রয়োজন নেই। মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, নামায ও রোযাও আর্থিক কুরবানীর পাশাপাশি অপরিহার্য, যেমনটি আমি একটু আগে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছি। আর এই সবকিছুর সমন্বয়ই তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য দান করে, আর তখন আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাশীল হয়ে তোমাদের সম্পদে আরো বরকত দান করেন।

বহু লোক কুরবানী করে থাকে। আজও আমাদের কাছে এমন উদাহরণ আসে যে, নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দেয়। আর তা এই আশায় করে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফলে তা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের কারণ হবে আর আমাদের এই কুরবানী বৃথা যাবে না, আল্লাহ্ তা'লা এটি বিনষ্ট করবেন না। আর সত্যিই আল্লাহ্ তা'লা তা বিনষ্ট করেন না।

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কোন সদকা সওয়াবের দিক থেকে সর্বোত্তম? তিনি (সা.)উত্তর দেন, সর্বোত্তম সদকা হলো সেটি যা তুমি তখন দান করো যখন তুমি সুস্থ-সবল, সম্পদের প্রয়োজন অনুভব করো, (সম্পদের আকাঙ্ক্ষা রাখো,) দারিদ্রের আশঙ্কা করো এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য চাও; এমন অবস্থায় সদকা-খয়রাত করতে দেরি করবে না।

জাগতিক জিনিসের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা- তা থাকা সত্ত্বেও তোমরা সদকা-খয়রাত করো, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো। তিনি (সা.) বলেন, এমন যেন না হয় যে, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, মৃত্যু তোমার সন্নিকটে হবে তখন তুমি বলবে, অমুককে এতটা দিয়ে দাও, তমুককে এতটা দিয়ে দাও। তিনি (সা.) বলেন, তখন তো সেই সম্পদ আর তোমার নয়; সেটি আরেকজনের হয়েই গেছে; উত্তরাধিকারীরা সেটি এমনিতেই পাবে।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ওসায়া, হাদীস-২৭৪৮)

এজন্য বলেছেন, সুস্থ অবস্থায় ও যখন মানুষের চাহিদা থাকে- সেই সময়ে আল্লাহ্‌র পথে দান করাই হলো আসল কুরবানী। যদি এভাবে দান করতে পারো তাহলে ইহকালেও আল্লাহ্ তোমাদেরকে (বহুগুণে) বাড়িয়ে দেবেন আর পরকালেও সমৃদ্ধি দান করবেন।

আমাদের জামা'তের বুযুর্গদেরও উদাহরণ এমনই ছিল যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে গণনা করতেন না বরং অকুণ্ঠচিত্তে দান করতেন। মহানবী (সা.)-এর যুগের সাহাবীদের উদাহরণও এমনই। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার তাঁর শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-কে উপদেশ দিয়েছিলেন,

আল্লাহ্‌র পথে দান করার সময় গুণে গুণে দিও না, নচেৎ আল্লাহ্‌ও তোমাকে গুণে গুণে দেবেন।

তিনি (সা.) আরো বলেন, তোমার টাকা-পয়সার থলের মুখ কৃপণতার কারণে বন্ধ করে রেখো না। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল যাকাত, হাদীস-১৪৩৩)

অর্থাৎ যে অর্থ জমা আছে, তা আটকে রাখবে না, কৃপণতা করে বসে থাকবে না; অন্যথায় এর মুখ বন্ধই থাকবে, এতে কখনো অর্থ প্রবেশ করবে না। একথাই বলেছেন যে, অর্থ বের হলে আরো আসবে; অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যদি ব্যয় করো- তবে। তাই উদারভাবে দান করো।

জামা'তের মাঝে সবচেয়ে বেশি আমরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র দৃষ্টান্ত দেখতে পাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ব্যাপক কুরবানী করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর মিশন পূর্ণ করার জন্য, তাঁকে সাহায্য করার জন্য অঢেল ব্যয় করতেন। এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: যদি আমি অনুমতি দিতাম, তবে তিনি সব কিছুই (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) বিলিয়ে দিতেন। অর্থাৎ হযরত মওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সবকিছু এই পথে কুরবানী করে আধ্যাত্মিকভাবে সহচর হওয়ার মতোই বাহ্যিকভাবেও সহচর হওয়ার ও সর্বদা সাহচর্যে থাকার দায়িত্ব পালন করতেন। আমি অনুমতি দিই নি, অন্যথায় তিনি নিজের সবকিছু দান করে দিতেন।তিনি (আ.) লেখেন, তাঁর কতক পত্রের কয়েকটি ছত্র উদাহরণস্বরূপ আমি উল্লেখ করছি। হযরত মওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.)-কে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন: আমি আপনার পথে উৎসর্গীকৃত। আমার যা কিছু আছে তার কিছুই আমার নয় বরং আপনার। হযরত পীর ও মুর্শিদ! আমি সত্য সত্য বলছি, আমার সকল ধনসম্পদ যদি দ্বীনের প্রচারে ব্যয় হয়ে যায়, তবে আমার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।

(সূত্র: ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫-৩৬)

দেখুন! রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে আবু বকর, উমর, উসমান (রা.)-র মতো দানশীল সহচর দান করেছিলেন, তেমনি এই যুগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র ন্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও নিজ মনিবের অনুসরণের কারণে এমন সেবক দান করেছেন যিনি সবকিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র ন্যায় আদর্শ উপস্থাপন করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: এই প্রতিশ্রুতিও আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আমার পথে ব্যয় করবে আমি তাকে বহু গুণ বৃদ্ধি করে দিবো। ইহকালেও সে অনেক কিছু লাভ করবে আর মৃত্যুর পর পরকালের পুরস্কারও দেখতে পাবে যে, কতটা সুখস্বাচ্ছন্দ্য সে লাভ করেছে।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, ইসলামের উন্নতিকল্পে আর্থিক কুরবানী করো।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৪)

এর ফলে এই দুনিয়াতেও কল্যাণ পাওয়া যায় এবং পরকালেও। এটা শুধু কথার কথা নয়, বরং আজও আমরা এর বাস্তব উদাহরণ দেখতে পাই। এটি সেই যুগের কথা নয় যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা বলেছিলেন; আজও আমার কাছে এমন বহু ঘটনা আসে যা থেকে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার পর তিনি কীভাবে আমাদের ধনসম্পদে বরকত দান করেন, আমাদের জীবনের সমস্যাবলি দূর করে দেন এবং আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করেন।

আমি এমন কয়েকটি ঘটনারও উল্লেখ করছি।

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

আলবেনিয়া থেকে মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, বিলাল ইউসুফ নামে এক আলবেনীয় বন্ধু আছেন। তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ এবং দরিদ্রও বটে। সেখানে জলসা সালানা হচ্ছিল, আর তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত জলসার কাজ করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আমাদের বহু স্বেচ্ছাসেবক এমন কাজ করে থাকেন। কেউ কেউ নিজেদের বাধ্যবাধকতাথাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সময় দেন; আবার কারো কারো সেরকম বাধ্যবাধকতা থাকে না, তাদের রুজির ব্যবস্থা হয়ে যায়। যাহোক, তিনি বলেন, বিলাল সাহেব প্রতিদিন বিকাল চারটা পর্যন্ত জলসার কাজ করার পর বিকালে নিজের চাকরিতে চলে যেতেন। একদিন তিনি একটি খামে ৭৫ ইউরো তাহরীকে জাদীদের চাঁদা নিয়ে আসেন। আলবেনিয়া পূর্ব ইউরোপের একটি দরিদ্র দেশ। মুরব্বী সাহেবকে তিনি বলেন, এই টাকা তিনি বেশ কিছুদিন ধরে চাঁদা হিসেবে দেওয়ার জন্য জমা করছিলেন। খামের ওপরে আলবেনীয় ভাষায় লেখা ছিল- অত্যন্ত আনন্দের সাথে জামা'তের সেবার জন্য উপস্থাপন করা হলো। হয়ত অন্য কারো কাছে ৭৫ ইউরো খুব সামান্য মনে হতে পারে; কিন্তু মুরব্বী সাহেব লিখেছেন, এটি তার মাসিক আয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ ছিল, অথচ তাকে বাড়িভাড়াও দিতে হবে।

জাগতিক লোকেরা হয়ত বলবে, ৭৫ ইউরো দিয়ে এরা ইসলাম প্রচারের কথা বলে! অথবা সামান্য ক'টা ইউরো দিয়ে ইসলাম-সেবার বুলি আওড়াচ্ছে! পক্ষান্তরে ইসলামবিরোধী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সরকারগুলোর কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড রয়েছে, তারা ইসলামের বিরোধিতায় অর্থ ব্যয় করছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই ছোট্ট কুরবানীর মাঝেও এমন কল্যাণ দান করেছেন যে, এই কুরবানীর মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'ত বিভিন্ন মিশন প্রতিষ্ঠা করছে। এমন মানুষ একজন নয়, বরং এমন অনেক মানুষ রয়েছেন।

এরকম ৭৫ ইউরো প্রদানকারী কেবল একজন নয়, বরং এর চেয়েও ক্ষুদ্র অঙ্কে দানকারী মানুষ আছেন আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এসব ছোটো ছোটো কুরবানী দিয়েই আহমদীয়া জামা'ত বিশ্বজুড়ে নিজের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে, ইসলাম প্রচারের কাজ করছে। আজ ইসলামের উন্নতির যে কাজ হচ্ছে, তা ঐ বিলিয়ন ডলার ব্যয়কারীদের প্রচেষ্টার চেয়েও বহুগুণ বেশি ফলপ্রসূ।

একই রকম কুরবানীর দৃশ্য এর চেয়েও দরিদ্র দেশগুলোতে দেখা যায় যেভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে কিংবা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানিয়েছিলেন- তখন দেখা গিয়েছিল; অথবা তখন দেখা গিয়েছিল যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, শত্রুরা আজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আমাদের ওপর আক্রমণোদ্যত, তাই তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো। তখন জামা'তের সদস্যরা অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। দরিদ্র মহিলারা তাদের মুরগি ও মুরগির ডিম বিক্রি করে চাঁদা দিয়েছিলেন। বাহ্যত খুবই সাধারণ কুরবানী ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছিলেন, তিন বছরে হিন্দুস্তানে ২৭ হাজার রুপি সংগ্রহ করো; কিন্তু জামা'ত অভাবনীয় কুরবানী করে যার ফলে মাত্র এক বছরেই এক লক্ষ রুপি জমা হয়। আজও আমরা এমন ত্যাগ ও কুরবানীর দৃশ্য গরিব দেশগুলোতে দেখতে পাই। (সূত্র:তারিখে আহমদীয়াত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৫)

ইন্দোনেশিয়ার একজন আহমদী সদস্য জাভি মুজাফফর সাহেব বলেন, তার স্ত্রীর নিকট জামা'তের একজন বৃদ্ধা মহিলা কয়েক আঁটি জ্বালানি কাঠ আনেন যেন আমরা এগুলো কিনে নিই। তিনি বলেন, আমাদের তো খড়ির প্রয়োজন ছিল না, কেননা আমরা আগে থেকেই কিনে রেখেছিলাম। [তারা ছোটো এক গ্রামে বা মফস্বলে থাকতেন। এসব দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সব সুবিধা নেই; সেখানে গরিব মানুষজন কখনো কখনো খড়ি জ্বালিয়ে থাকে। সেখানে তো গ্যাস নেই, কিংবা হতে পারে কেরোসিনের চুলা ব্যবহার করে; কিন্তু তবুও খড়ি ব্যবহার হয়ে থাকে।] তিনি বলেন, আমরা যেহেতু অন্য জ্বালানি ব্যবহার করছিলাম এজন্য আমরা বলি, আমরা খড়ি বেশি ব্যবহার করি না, আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেহেতুবেচারা বৃদ্ধা নারী মাথায় আঁটি বহন করে এনেছিলেন তাই আমার স্ত্রী তার প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে খড়ি ক্রয় করে নেন। ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রামান খুবই কম। সেখানে লক্ষের অঙ্কে হিসাব হয়। তাই তিনি খড়ির সেই আঁটি এক লক্ষ রুপিয়ায় ক্রয় করেন; পাকিস্তানি মুদ্রায় তা কয়েকশরুপি হবে। যাইহোক, তিনি যখন ক্রয় করেন এবং এর মূল্য পরিশোধ করতে চান তখন সেই বৃদ্ধা মহিলা বলেন, আমি খড়ি এজন্য নিয়ে আসি নি যে, তোমার কাছ থেকে মূল্য গ্রহণ করে নিজের জন্য খরচ করব; বরং এটি তো আমি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেওয়ার জন্য এনেছি। এগুলো আমার পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করো। তার স্ত্রী লাজনার কর্মকর্তাও ছিলেন। সেই বৃদ্ধা মহিলা যা মূল্য পেয়েছিলেন সব চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন আর নিজের সাথে এক পয়সাও নিয়ে যান নি।

অনুরূপভাবে ইন্দোনেশিয়া থেকেই একজন সদস্যা সিসিলা সাহেবা বর্ণনা করেন, কয়েক বছর পূর্বে তার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। একটি সাত বছরে সন্তান ছিল আর দ্বিতীয় সন্তান গর্ভে ছিল। ঈদের নিকবর্তী সময়ে দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই তিনজনেরই তাহরীকে জাদীদের চাঁদা বকেয়া ছিল। বকেয়ার পরিমাণ ছিল বারো লক্ষ রুপিয়া। যেভাবে আমি বলেছি, সেখানে রুপিয়ার মুদ্রামান খুবই কম। অতঃপর এখানেও সেই স্পৃহা-উদ্দীপনা দৃষ্টিগোচর হয় যার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বের যুগের বুযুর্গদের মাঝে দেখেছি। তিনি বলেন, তার বারো লক্ষ রুপিয়া ওয়াদা ছিল। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করব এবং খলীফাতুল মসীহ্‌কে দোয়ার জন্য লিখব। আমরা ভীষণ চেষ্টা চালাই যেন কোনোভাবে এই চাঁদা পরিশোধ করা যায়। কিন্তু অভাবের কারণে এটি দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, আমার অতি ক্ষুদ্র একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল। আমি যখন সেটি দেখলাম, সেখানে সাড়ে বারো লক্ষ রুপিয়া ছিল। তিনি বলেন, আমরা যদি সবটুকু (চাঁদা হিসেবে) দিয়ে দিই তবে আমাদের কাছে আর কিছুই থাকবে না। [কিন্তু যাহোক, তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, বারো লক্ষ রুপিয়া স্বামী-স্ত্রী এবং বড়ো সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করবেন আর অবশিষ্ট পঞ্চাশ হাজার যা আছে তা ছোটো সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করবেন।] আমরা সেই অনুযায়ী দিয়ে দিই। এভাবে সব রুপিয়া শেষ হয়ে যায়। তাদের কাছে আর কিছুই ছিল না। তিনি বলেন, কিন্তু আমাদের কোনো দুঃখকষ্ট অনুভব হয় নি, বরং হৃদয়ে আনন্দ অনুভব হয় যে, আমরা আমাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছি এবং আমাদের নবজাতক সন্তানকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লাও কীরূপ অনুগ্রহ করেছেন যে, এক সপ্তাহ পরেই তিনি এক কোটি বিশ লক্ষ রুপিয়া আয় করেন। এটি দেখে তাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা দশ গুণ বৃদ্ধির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা এভাবে পূর্ণ করেছেন, আর আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষণিকভাবেই নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।

অনুরূপভাবে ঘানার মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবাসমূহ থেকে ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলি যখন লোকদের শোনানো হয় তখন ঘানার একজন আফ্রিকান আহমদী নিজের পকেটে থাকা সর্বশেষ টাকাও আল্লাহ্ তা'লার পথে দিয়ে দেন। তিনি বলেন, মসজিদ থেকে বের হতেই তিনি দুটি ফোন কল পান যা তার জীবনের গতি পরিবর্তন করার কারণ ছিল; অর্থাৎ দুইজন সম্ভাব্য গ্রাহক তার সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে এমন আকর্ষণীয় চাকরি অথবা সুযোগের প্রস্তাব দেন যার মাধ্যমে তিনি তার প্রদানকৃত অর্থের কুড়িগুণ বেশি মুনাফা অর্জন করেন। এই অসাধারণ ঘটনা সেই সত্যতাকে জোরালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে আত্মত্যাগকারীদের কীভাবে তাৎক্ষণিক এবং অগণিত পুরস্কাররাজিতে ভূষিত করেন। এই ঘটনাও তার ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়।

অনুরূপভাবে কেনিয়ার মোয়াল্লেম সাহেবের স্ত্রী লিখেছেন, তাদের প্রথম সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সমাগত ছিল। অনেক জটিলতা দেখা দেয় যার কারণে অনেক বেশি চিন্তিত ছিলেন। ডাক্তার আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার স্বামীকেও আমার সার্বিক অবস্থা অবগত করি, সে (অর্থাৎ অনাগত সন্তান) আমাকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। তিনি (মোয়াল্লেম সাহেব) বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করো আর আল্লাহ্‌ই আমাদের শেষ ভরসা; তাৎক্ষণিকভাবে আমরা যা কুরবানী করতে পারি তা হলো- এখন তাহরীকে জাদীদের অর্থবছর শেষের পথে, তাই নিজের তাহরীকে জাদীদ খাতের অবশিষ্ট চাঁদা আদায় করো আর (বাদবাকি) বিষয় আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ ফযল করবেন। এই মানুষগুলোর ঈমানী উদ্দীপনা অভাবনীয়! তিনি (অর্থাৎ মোয়াল্লেম সাহেবের স্ত্রী) বলেন, আমি এমনটিই করলাম। কয়েকদিন পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছেন। তিনি কালো রঙের কোট পরিধান করে ছিলেন, মাথায় পাগড়ি এবং হাতে ছড়িও ছিল। তিনি (আ.) এই মহিলাকে বলেন, তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না, সন্তান সুস্থ ও নিরাপদে প্রসব হবে, তবে তোমার পার্শ্বদেশথেকে হবে। বস্তুত তাদের সন্তান জন্ম নেয়, তবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জন্ম নেয়, যা পেটের এক পাশে করা হয়েছিল এবং কোনো প্রকার কোনো জটিলতা দেখা দেয় নি। যাইহোক, তিনি বিশ্বাস করেন, এ সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যা তার (আর্থিক) কুরবানীর ফলে হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা আশিসমণ্ডিত করেছেন। তিনি বলেন, নতুবা গর্ভাবস্থায় ডাক্তার সাহেবরা অনেক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা দূরদূরান্তের আহমদীদেরকেও এভাবে জানানোর মাধ্যমে তাদের ঈমানকে দৃঢ় করে থাকেন আর একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতারও সমর্থন করে থাকেন।

গিনি কোনাক্রির মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, আমি খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবা থেকে ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলি শোনাচ্ছিলাম এবং চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে কুরবানী করার ও সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছিলাম। একইভাবে সবাইকে তাহরীকে জাদীদের অর্থবছর শেষ হবার কারণে এর আদায়ের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করি, (আমাদের) বাজেট (অনুযায়ী ওয়াদা) পূরণ হচ্ছে না, তা পূরণ করতে

হবে। সেই সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি মিশন হাউজে এসে বলেন, এই খামটি মুহাম্মদ আল-হাসান কুবি বা ইয়াকুবি সাহেব পাঠিয়েছেন। খামটি খোলা হলে তাতে তিনশ ইউরো ছিল যা স্থানীয় মুদ্রার হিসেবে প্রায় তিন মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক হয়, বরং এর চেয়েও বেশি। এ কারণে তিনি কুবি সাহেবকে ফোন করে খামটি পাঠানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (কুবি সাহেব) বলেন, জুমুআর খুতবায় আপনার কাছে শুনেছিলাম, (তাহরীকে জাদীদের) লক্ষ্য পূরণ হয় নি; তাই জুমুআর পর আমি যখন অফিসে আসি, (তখন) আমার ড্রয়ারে এই অর্থ রাখা ছিল আর এরই সাথে প্র য়োজনীয় উপকরণের একটি তালিকাও ছিল যার মূল্য এই অর্থ দিয়ে পরিশোধ করার কথা ছিল। আমি বাজারের তালিকা ময়লার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলেছি আর এই অর্থ তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে প্রেরণ করছি। অথচ তিনি তার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পূর্বেই আদায় করে দিয়েছিলেন এবং একটি ভালো অঙ্কের চাঁদাই দিয়েছিলেন।

আফ্রিকায় বসবাসকারীদেরও এমন অভাবনীয় ও আশ্চর্যজনক আত্মত্যাগের ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তাদের হৃদয়ে ঈমানেরএমন উদ্দীপনা আল্লাহ্ তা'লাই সৃষ্টি করেন, নতুবা মানুষের পক্ষে তো এটি সৃষ্টি করা সম্ভবনয়। তাদের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে বাড়িয়ে (প্রতিদান) দিয়ে থাকেন; এজন্যই তো তারা এভাবে কুরবানী করে থাকেন।

ঘটনা তো অনেক রয়েছে, কিন্তু সবগুলো বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি কয়েকটি ঘটনা নির্বাচন করেছিলাম, তা-ও বর্ণনা করতে পারব না; গুটিকয়েক উল্লেখ করে দিচ্ছি।

ভারতের তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর তেলেঙ্গানার এক ব্যক্তি সম্পর্কে লিখেছেন, যিনি হায়দ্রাবাদের এক জায়গার; তার (তাহরীকে জাদীদের) ওয়াদা সাত হাজার রুপি ছিল কিন্তু চাকুরি চলে যাওয়ায় তিনি তা আদায় করতে পারেন নি। পরবর্তী বছরের জন্য তিনি দশ হাজার (রুপি) ওয়াদা লিখিয়েছেন। তাকে বলা হয়, গত বছরের ওয়াদা আপনি আদায় করতে পারেন নি; পরের বছরের জন্য আরো বাড়িয়ে ওয়াদা করছেন! তখন ভদ্রলোক বলেন, আমার বিশ্বাস রয়েছে– আল্লাহ্ তা'লাই এর ব্যবস্থা করবেন। কেননা আমি আল্লাহ্র খাতিরে দিচ্ছি। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি পূর্বে র চেয়ে ভ ালো চাকরি পেয়ে যান আর বিগত দুই বছরের চাঁদাও আদায় করেন। আর নতুন অর্থবছরে নিজের ওয়াদা সাত হাজারের পরিবর্তে কুড়ি হাজার করেন এবং তা আদায়ও করে দেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তার সুধারণাকে পুরস্কৃত করেন।

একইভাবে ইন্দোনেশিয়ার আরো একটি ঘটনা রয়েছে।

অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা কাকতালীয় নয়, কেননা যাদের সাথে ঘটে তারা সবাই এই প্রেক্ষাপটকে জানেন যে, কোন পরিস্থিতিতে কুরবানী করছেন, কোন পরিস্থি তিতে তাদের মাঝে কুরবানী করার চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লার কুদরত তারা কীভাবে দেখেছেন।

যাইহোক (মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব) লেখেন, একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী বন্ধু বাহাদুর জান, তিনি ট্যাক্সি চালাতেন ; কাজ অব্যাহত রাখার জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি ট্যাক্সি কোম্পানি থেকে একটি গাড়ি ক্রয় করেন। গাড়ি ক্রয় করার পর ট্রাফিক পুলিশের দফতরে গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করাতে যান। তখন তারা বলে, আদালত এই গাড়ির রেজিস্ট্রেশন করতে বারণ করেছে। তিনি বলেন, গাড়ি ক্রয় করার সময় আমি সব কিছু যাচাই করেছিলাম এবং সবকিছু নিয়ম অনুযায়ী ছিল। কিন্তু পরে জানতে পারি,এই ট্যাক্সি কোম্পানি ঋণগ্রস্ত ছিল, যার কারণে আদালত এই কোম্পানির গাড়ি বিক্রয়ের ওপর স্থগিতাদেশ আরোপ করেছিল। সে সময় কোম্পানির পঁ য়ত্রিশটি গাড়ি ছিল যার সবগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কোম্পানির সাবেক মালিকপক্ষের একজন আমাকে বলেন, আমরা আদালতে মামলা করেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত না হয় তুমি অপেক্ষা করো। ইনশাল্লাহ্, তুমি গাড়ি পেয়ে যাবে। তিনি বলেন, ঠিক আছে। সে সময় আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করার ছিল। আমি চিন্তা করলাম, প্রথমে নিজের চাঁদা আদায় করি; এসব পার্থিব চিন্তায় আমার চাঁদা না বাকি রয়ে যায় ! আমি তৎক্ষণাৎ তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করি। কয়েকদিন পরেই সেই কোম্পানির ওয়েবসাইটে চেক করে দেখি, আশ্চর্যজনকভাবে আমার কেনা গাড়িটির ওপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না; হয়ত আমার ভুল হয়েছে। আমি ইন্সপেক্টরের কাছে গেলাম। সে চেক করে বলে, পঁ য়ত্রিশটির মধ্য থেকে একটি গাড়ির ওপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট চৌত্রিশটি গাড়ির ওপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের বিষয়টি আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। আর সেই গাড়িটি সেটিই যা আমি ক্রয় করেছিলাম। আল্লাহ্র কৃপায় তাঁর পথে ব্যয় করার কারণে এই অনুগ্রহ হয়েছে যে, তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পুরস্কৃত করেছেন। তিনি বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদেরকে পুরস্কৃত করেন।

এরপর মালির সাকাসু রিজিওন থেকে মুবাল্লিগ লেখেন, আল্লাহ্ তা'লা অদ্ভুতভাবে নও মোবাঈনদের তরবিয়ত করেন, তাদেরকে আর্থিক কুরবানীর দিকে আকৃষ্ট করেন। শহরের একজন নও মোবাঈ মূসা সাহেব এক মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক সিফা অর্থ নিয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন, এর মধ্য থেকে পাঁচ লক্ষ অর্থ তার বাড়ির হিস্যায়ে জায়েদাদ, চার লক্ষ ওসিয়্যতের চাঁদা এবং এক লক্ষ তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে কেটে রাখুন। যখন তার কাছে এই অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, কী কারণ– তখন তিনি বলেন, তিনি এক দীর্ঘ সময় যাবৎ বিভিন্ন পার্থিব লক্ষ্যে অর্থ জমা করছিলেন। তার সমস্ত মনোযোগ এবং দোয়াও এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, গত রাতে যখন তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার পর শুয়েছি তখন স্বপ্নে দেখলাম, তিনজন সাদা পোষাক পরিহিত ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। তাদের মধ্য থেকে প্র থম ব্যক্তি তাকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি একজন আহমদী হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত মনোযোগ জাগতিকতার প্রতি নিবদ্ধ রাখ। [কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তরবিয়ত করে থাকেন!] উত্তম এটিই যে, তুমি পরকালের কথা বেশি চিন্তা করো। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে বলে, তুমি তোমার বাড়ির হিস্যায়ে জায়েদাদ এখনো আদায় করো নি,তাই নিজের বাড়ির হিস্যায়ে জায়েদাদ আদায় করো। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি তাকে সম্বোধন করে বলে, তোমার অ্যাকাউন্টে চার মিলিয়ন (ফ্রাঙ্ক সিফা) পড়ে রয়েছে, এর ওসিয়্যতের অংশও তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করো। এজন্য আহমদী হিসেবে আমার জন্য এখন এটি বৈধ নয় যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা পাওয়ার পর এই অর্থ অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করব। আপনি এই অর্থ বিভিন্ন খাতের চাঁদা হিসেবে কেটে নিন। অতএব এ ধরনের ঘটনাবলি দেখে কেবলমাত্র এ সকল লোকদেরই ঈমান দৃঢ় হয় না, বরং আমাদেরও– যারা কিনা পুরানো আহমদী– তাদেরও ঈমানে দৃঢ়তা লাভ হয়। আর আমাদেরও এটি চিন্তা করা উচিত, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা এ সকল লোকদের পথপ্রদর্শন করেন। বিরুদ্ধবাদীরা বলে, এগুলো মিথ্যা দাবি, মিথ্যা নবী, মিথ্যা অপপ্রচার, ব্যাবসা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এভাবে যাদের পথপ্রদর্শন করেন আর দূরদূরান্তের অঞ্চলে বসবাসকারী সেসব লোক যারা কিছুকাল পূর্বে মাত্র বয়আত করেছে, ওসিয়্যতও করেছে; যারা হয়ত যুগ খলীফার সাথেও কখনো সাক্ষাৎ করে নি অথবা দেখে নি, কেবল এমটিএ-র মাধ্যমে দেখেছে;জামা'তের পুস্তকাবলিও হয়ত সব পড়ে নি, অধিকাংশেরই (সম্পূর্ণভাবে) পড়া থাকে না, কিন্তু প্রাথমিক বিষয়াবলি মোটামুটি পড়া থাকে; তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের ঈমানকে এমনভাবে দৃঢ় করতে থাকেন যে, যখন তারা কুরবানী করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুরবানী কবুল করেন, আর তাদেরকে পথপ্রদর্শনও করেন।

আরো অনেকগুলো ঘটনা রয়েছে যেগুলো আমি আপাতত বাদ দিচ্ছি। এটি দীর্ঘ তালিকা।

যা-ই হোক, এ বছর জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তা'লার যে অনুগ্রহরাজি রয়েছে, জামা'তের সদস্যগণ যে কুরবানী করেছে এবং জামা'তগুলোর পক্ষ থেকে আগত কুরবানীর রিপোর্টসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করব। এগুলো সবই আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। আর এটিও স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা নবাগতদের ও পুরাতনদের মাঝে কীভাবে তরবিয়তের দিক থেকে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করছেন যার ফলে তারা কুরবানীর প্রতি মনোযোগী হচ্ছে। যাহোক, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত এ বছরের রিপোর্ট হলো; প্রথম কথা হলো তাহরীকে জাদীদের বিগত বছর যেটি ৯১তম বছর ছিল– সেটি শেষ হয়েছে, আর আজ থেকে ৯২তম বছর শুরু হচ্ছে যেটির আমি ঘোষণা করছি। এ বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত ১৯.৫৫ মিলিয়ন পাউন্ড (১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার পাউন্ড বা তিনশ তেরো কোটি বিরানব্বই লক্ষ টাকা) কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছে যা গত বছরের তুলনায় প্রায় দেড় মিলিয়ন বা পনেরো লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাউন্ড বেশি।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে পাকিস্তান ছাড়া যে-সকল জামা'ত রয়েছে; [পাকিস্তানকে তো গণনা করা হয় না;] কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিশ্বের সব জামা'তের মাঝে এবার প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানি এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। যুক্তরাজ্য এ বছর অসাধারণ আদায় করেছে এবং জার্মানির একদম নিকটে পৌঁছে গেছে। আমার ধারণা, আগামী বছর যদি তারা এভাবেই উন্নতি করে তাহলে হয়ত প্রথম স্থান অধিকার করবে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রও অসাধারণ বৃদ্ধি করেছে। একইভাবে কানাডাও গত বছরের তুলনায় অসাধারণ উন্নতি করেছে। এরপর রয়েছে ভারত, তারাও গত বছরের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে।

অস্ট্রেলিয়াও অসাধারণ উন্নতি করেছে, ইন্দোনেশিয়াও করেছে, একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের জামা'ত রয়েছে। এরপর রয়েছে ঘানা; ঘানাও এ বছর কুরবানীর ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে। আর উল্লেখযোগ্য উন্নতি করার ক্ষেত্রে মরিশাস এবং হল্যান্ডও অন্তর্ভু ক্ত।

সামগ্রিক কার্যক্রমের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য জামা'তসমূহ, যারা কোনো পজিশন অর্জন না করলেও অনেক ভালো কাজ করেছে, সেগুলোর মাঝে রয়েছে বেলজিয়াম, সুইডেন, ফ্রান্স, আর হল্যান্ডের নাম আগেও এসেছে; কাবাবির, বাংলাদেশ, বুরকিনা ফাসো, নিউজিল্যান্ড; বুরকিনা ফাসোর পরিস্থিতি তো খুবই খারাপ; সিয়েরা লিওন, বেনিন, মালি; মালির পরিস্থিতিও খারাপ, প্রায়শই সেখানে সন্ত্রাসীদের হামলা হয়ে থাকে; নাইজার, তুরস্ক, জর্জিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের কিছু জামা'ত আর অস্ট্রে লিয়া।

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়......)

জুমআর খুতবা

আজকের সমাজ–যা পাশ্চাত্য প্রবণতা বা কথিত উদার মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত–(যদিও অস্ট্রেলিয়া ভুগোলগতভাবে পশ্চিমা দেশ নয়, তবুও এর মানুষেরা পশ্চিমা দেশ থেকে এসেছে এবং এটি একটি স্বাধীন সমাজ), 'স্বাধীনতা'র নামে বহু অদ্ভুত রীতি গড়ে উঠেছে। বিবাহের বহু আগেই নারী–পুরুষের মধ্যে এমন রকম যোগাযোগ সৃষ্টি হয় যা স্বাধীনতার নাম নিয়ে অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায়। ইসলাম এটিকে নিষিদ্ধ করেছে।

তাকওয়া থেকে দূরে সরে গেলে মানুষ অন্যদের অনুকরণ করতে শুরু করে। আর যদি তাকওয়া অন্তরে থাকে, তবে কখনোই মনে হবে না যে দুনিয়াবি স্বাধীনতা উত্তম এবং তা গ্রহণযোগ্য। স্বাধীনতার সীমা আছে; সীমাহীন স্বাধীনতা ইসলাম অনুমতি দেয় না।

এ হতে পারে না যে কেউ আল্লাহতে ঈমান রাখে, অথচ তাঁর নির্দেশ অমান্য করে। যদি কেউ সত্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস করে, তবে তাকে অবশ্যই নিজের আগামী দিনের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। আল্লাহ তোমাদের তোমাদের 'আগামী দিনের' প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেছেন; নচেত আমল নিষ্ফল। মৃত্যুর পর কেবল আল্লাহর উদ্দেশে করা কাজই কাজে আসবে। প্রত্যেকে দেখুক তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, না নিছক দুনিয়াবি প্রদর্শনের জন্য।

একজন নারী তার ঘরের রক্ষক। হাদিসে এসেছে নারী তার পরিবারের রক্ষক। যদি সে নিজে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীন শেখার প্রতি যত্নবান হয়, তবে সন্তানরাও এসব বিষয়ে মনোযোগী হবে। কিছু নারী অভিযোগ করে তাদের স্বামী ধর্মীয় কর্তব্যে মনোযোগ দেয় না। যদি তা সত্য হয়, তবে তাদের স্মরণ করিয়ে দাও; এটিও তোমাদের দায়িত্ব। যথাযথ সময়ে, যথাযথ ভঙ্গিতে তাদের বলো যে তাদের অবহেলা কেবল নিজেদের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মকেও বিপথে নিয়ে যায়।

আজকাল চলচ্চিত্র যুবকদের মনে অশ্লীলতা সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখছে–যদিও অভিযোগ আছে কিছু প্রাপ্তবয়স্ক, বিশেষত পুরুষদের সম্পর্কেও। ঘর ভেঙে যাচ্ছে কারণ মানুষ টিভি বা ইন্টারনেটে অশালীন চলচ্চিত্র দেখে সময় নষ্ট করছে। স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। এসব চলচ্চিত্র কখনোই পবিত্র চিন্তা সৃষ্টি করতে পারে না।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

হুযূর আনোয়ার (আই.)–এর সঙ্গে ওয়াকফীনে নও–এর ক্লাস

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

ক্লাসের শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, যা করেন প্রিয় ফারহাদ আহমদ মোনেস, এবং এর অনুবাদ উপস্থাপন করেন প্রিয় রাস্তেগার আহমদ চৌহান।

এরপর প্রিয় জিশান আহমদ আরিফ রাসুলুল্লাহ (সা.)–এর নিম্নোক্ত হাদিসটি করেন:

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্মানের সাথে আচরণ কর এবং তাদের উত্তম শিক্ষা–দীক্ষা দাও।"

(ইবন মাজাহ, কিতাবুল আদব, বাব: বিররুল ওয়ালিদাইন)

এর পরে প্রিয় যায়ন খান হযরত আকদস মসীহ মও'উদ আলাইহিস্? সালাতু ওয়াস্?সালাম–এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি পেশ করেন:

"যখন একজন মানুষ আল্লাহ তাআলার মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিতেই সমস্ত সুখ ও আনন্দ খুঁজে পায়, তখন সন্দেহ নেই–দুনিয়াও তার কাছে চলে আসে। কিন্তু স্বস্তির ধরন বদলে যায়; তখন আর দুনিয়ার ভোগ–বিলাসে কোনো স্বাদ বা আনন্দ থাকে না। অনুরূপভাবে নবী–রাসুল এবং ওলিদের পায়ের নিচেও দুনিয়াকে এনে রাখা হয়েছে, কিন্তু তারা কখনো দুনিয়ার স্বাদ পাননি, কারণ তাদের দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ অন্যদিকে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম: মানুষ যখন দুনিয়ার মোহ করে, তখন সেই মোহের মধ্যেই আনন্দ হারিয়ে যায়; আর যখন সে এর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, তখন দুনিয়া তার কাছে আসে, কিন্তু তাতে কোনো স্বাদ অবশিষ্ট থাকে না। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি–একে ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

দুনিয়াবি প্রাপ্তি আল্লাহ প্রাপ্তির সঙ্গেই যুক্ত। আল্লাহ বারবার ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে, তিনি তাকে সব রকমের কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দেবেন এবং এমন উৎস থেকে রিজিক দেবেন যার খবর তার নিজেরও থাকবে না। কী বিরাট বরকত–যে সব প্রকার সংকট ও কষ্ট থেকে মানুষ রক্ষা পাবে এবং আল্লাহ নিজেই তার রিজিকের জামিনদার হবেন! কিন্তু, যেমন আল্লাহ নিজেই বলেছেন, এটি তাকওয়ার সঙ্গে যুক্ত; কোথাও বলা হয়নি যে দুনিয়ার ধোঁকা, কূটচাল, প্রতারণার মাধ্যমে এসব অর্জিত হবে।

আল্লাহর বান্দাদের লক্ষণগুলোর একটি হলো–তারা স্বভাবতই দুনিয়ার প্রতি বিরাগভাব পোষণ করে। অতএব যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের আরাম তাকে লাভ হয়, সে যেন এই পথই অবলম্বন করে। যদি সে এই পথ ত্যাগ করে অন্য পথ ধরে, তবে সে যত চেষ্টা–তদবিরই করুক কিছুই পাবে না। অনেকেই থাকবে যারা এই উপদেশকে অপছন্দ করবে বা ঠাট্টা–বিদ্রুপ করবে; তবে তারা স্মরণ রাখুক, এমন এক সময় আসবে যখন তারা এই কথার প্রকৃত সত্যতা বুঝবে এবং তখন বলবে: 'হায়, আমরা কতই না বৃথা জীবন নষ্ট করলাম!' কিন্তু তখনকার আফসোস আর কোনো উপকারে আসবে না; প্রকৃত সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং মৃত্যুর বার্তা এসে পৌঁছবে।"

(মালফুজাত, খণ্ড ৭, পৃ. ১৯৫)

এরপর প্রিয় ওয়াকাস আহমদ এবং প্রিয় মুস্তানসির বাজওয়া হযরত মসীহ মও'উদ আলাইহিস সালাম–এর নিম্নোক্ত কবিতার পঙক্তিটি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে পরিবেশন করেন:

এক না একদিন পেশ হোগা তু ফানা কে সামনে।
চল নেহি সাকতি কিসিকি কুছ কাযা কে সামনে।'

অর্থ: এক না এক দিন তোমাকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে;
আল্লাহর ফয়সালার সামনে কারো কোনো ক্ষমতা চলে না।

এরপর হুজুর–এ–আনোয়ার, আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বি নাসরিহিল 'আজীজ–এর অনুমতি নিয়ে, ওয়াকফীন–এ–নও ছেলে ও খুদ্দামরা তাঁদের প্রশ্ন উপস্থাপন করে।

একজন ওয়াকফ–এ–নও প্রশ্ন করল: "আল্লাহ মাদক নিষিদ্ধ করেছেন; তাহলে সিগারেটকে কেন হারাম ঘোষণা করেননি?চ

জবাবে হুজুর–এ–আনোয়ার বললেন যে মদ নিষিদ্ধ; পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে এটিকে হারাম ঘোষণা করেছে, কারণ এর ক্ষতি বেশি এবং উপকার সামান্য। মানুষ যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়, তখন সে তার জ্ঞান–বুদ্ধি ও পরিষ্কার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে।

হুজুর–এ–আনোয়ার আরও বললেন: মদ হারাম ঘোষণার আগে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যখন এক সাহাবী নেশার অবস্থায় নবী করীমকে অনুপযুক্তভাবে জবাব দিয়েছিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মানুষ অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করে বসে; সেই কারণেই আল্লাহ তা'আলা মদকে হারাম করেছেন। কিন্তু সিগারেট ও তামাককে হারাম বলা হয়নি; প্রতিশ্রুত মসীহ বলেছেন যে তিনি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

এগুলোকে হারাম বলেন না, কিন্তু এগুলো ক্ষতিকর জিনিস এবং তিনি এগুলো অপছন্দ করতেন। তিনি আরও বলেছেন, যদি এমন কিছু নবী করীমের যুগে বিদ্যমান থাকত, তবে তিনি অবশ্যই এটিকে হারাম ঘোষণা করতেন।

এরপর হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সফরে ছিলেন। তিনি যে স্থানে অবস্থান করেছিলেন, সেখানে লোকজন হুক্কা খেত। হুক্কা থেকে আগুন ধরে যায়। তখন প্রতিশ্রুত মসীহ অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এটি বোকামি এবং খারাপ অভ্যাস। এটি শুনে সঙ্গে থাকা সাহাবীগণ তাঁদের হুক্কা ভেঙে ফেলেন। সুতরাং, প্রতিটি নেশাজাতীয় বস্তু মন্দ। যদিও সিগারেট ও তামাকের নেশা মদের মতো তীব্র নয়, তবুও তামাক মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে তামাক ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

আরেকজন প্রশ্ন করল: "একজন হিন্দু বা খ্রিস্টান যদি তার ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং তার প্রার্থনা পূরণ হতে থাকে, তাহলে সে কীভাবে ইসলামের প্রতি বা এক আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হবে?

জবাবে হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: সবার জন্যই আল্লাহ এক- কেউ তাঁকে ভগবান, পরমেশ্বর বা অন্য যে নামেই ডাকুক, তিনি একই আল্লাহ্। হিন্দুরা নানা মূর্তি তৈরি করেছে এবং বলে যে এসব মূর্তিই তাদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যাবে।

হুজুর-এ-আনোয়ার আরও বললেন: রহমানিয়্যাত বা সার্বজনীন করুণার গুণ ক্রিয়াশীল। এর বরকতে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী-হিন্দু, খ্রিস্টান বা অন্য যে কেউ-আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন; সুতরাং রহমানিয়্যাতের অধীনে তিনি সবার প্রয়োজন পূরণ করেন।

হুজুর-এ-আনোয়ার বলেন: আল্লাহ বলেন যে সমুদ্রে ঝড় উঠলে জাহাজে থাকা লোকজন আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, এবং তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। কিন্তু স্থলে ফিরে গেলে তারা আবার বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন, স্থলেও তিনি তাদের পাকড়াও করতে সক্ষম। সুতরাং রহমানিয়্যাতও ক্রিয়াশীল, এবং ঈশ্বর নিজেই দান করেন।

নাস্তিকের কথা বলতে গেলে-যে ঈশ্বরকেই মানে না-সে ঈশ্বরের কাছে কী চাইবে? তবুও, চাওয়া ছাড়াই রহমানিয়্যাত তার চাহিদা পূরণ করে।

হুজুর-এ-আনোয়ার একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন: এক মহিলা এক মেয়েকে-যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না-জিজ্ঞেস করল: "যদি তুমি পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাও এবং পথে কোনো বাধা দেখা দেয়, ফলে দেরি হয়ে যায়, তখন তুমি কী করবে?" মেয়েটি বলল, "আমি আশা রাখব।" তখন মহিলা বললেন, "অবশেষে তোমাকে সেই আশাটি কোনো এক সত্তার ওপর রাখতে হবে। যে সত্তার প্রতি তুমি আশা রাখো, সেই-ই আল্লাহ্।"

হুজুর-এ-আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তাঁর শক্তি প্রদর্শনের জন্য মানুষের প্রার্থনার জবাব দেন। এমনকি সুদূর দ্বীপপুঞ্জের লোকদেরও-যেখানে ইসলামের নাম পৌঁছায়নি-তিনি তাঁদের প্রার্থনাও শোনেন।

আল্লাহ বলেছেন: "আমি সবার প্রতিপালক।" তিনি হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ,জরাথুস্ত্রী-সকলেরই পালনকর্তা। তাদের প্রার্থনা প্রকৃত অর্থেগ্রহণ হচ্ছে না; বরং রহমানিয়্যাতের অধীনে তারা পেয়ে থাকে। আল্লাহ সবার রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সেই রিযিকের পথে আসা বাধাগুলোও তিনিই দূর করেন।

হুজুর-এ-আনোয়ার বলেন: দোয়া গ্রহণ হওয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় নিদর্শন। তোমাদের উচিত আল্লাহর সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা, যাতে অন্যরা দেখতে পারে কার দোয়া কবুল হচ্ছে। অন্যদের বলো, যদি আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে সেটি তাঁর সাধারণ আইন-রহমানিয়্যাতের অধীনে।

হুজুর-এ-আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক ধর্মই মূলত সত্য এবং খোদাপ্রদত্ত ছিল। কিন্তু পরে তার অনুসারীরা সেই শিক্ষাকে বিকৃত করেছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানব জ্ঞানেও অগ্রগতি ঘটেছে। বিভিন্ন যুগে আল্লাহ ধীরে ধীরে মানুষের জ্ঞান ও বোধশক্তিকে উন্নত করেছেন এবং এই যুগে সেটি পূর্ণতা পেয়েছে। এখন শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন সমস্ত জ্ঞানশাখাকে ধারণ করে। ফলে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ ধর্ম কেবল কুরআনই উপস্থাপন করে। অন্য সব ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে; তাই সেগুলো আর পূর্ণ ধর্ম হিসেবে গণ্য হতে পারে না। একমাত্র পূর্ণ ধর্ম হলো ইসলাম।

হুজুর-এ-আনোয়ার বলেন: মুসলমানরাও ইসলামকে বিভিন্ন নব্য উদ্ভাবন ও ভুল শিক্ষার মাধ্যমে বিকৃত করেছে। তাই এই যুগে, নবী করীমের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, আল্লাহ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে পাঠিয়েছেন। তিনি ইসলামের প্রকৃত, বিশুদ্ধ শিক্ষা বিশ্বকে দেখিয়েছেন।

তোমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের বলতে পার, তাদের ধর্ম সত্য ছিল, কিন্তু তারা তা বিকৃত করেছে এবং এখন তারা বিকৃত মতবাদ অনুসরণ করছে।

হুজুর-এ-আনোয়ার বলেন: তাই যদি প্রতিযোগিতা করতে চাও, আগে নিজেদের সংস্কার করো। নিয়মিত নামাজ পড়ো, আল্লাহর সঙ্গে সত্যিকারের সম্পর্ক স্থাপন করো, নিজেরাই দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন দেখো এবং তা অন্যদের দেখাও।

এক ছাত্র জিজ্ঞেস করল: "আমরা মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করি না; কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানে যদি হঠাৎ কোনো মহিলা হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন কী করা উচিত?

হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: যেহেতু আগে থেকেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে সমন্বয় করা হয়-এ কারণেই তো আমন্ত্রণ-তাই আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত যে আমরা করমর্দন করি না।

হুজুর-এ-আনোয়ার আরও বললেন: আমি যেখানে যাই, আয়োজকদেরকে আগেই বিনয়ের সঙ্গে জানাতে বলি যাতে করমর্দন না হয়। এতে সবার ধারণা থাকে। সুতরাং আগেই জানানো উচিত, যাতে পরে বিব্রত হতে না হয়।

তবে যদি এমন পরিস্থিতি আসে যেখানে মহিলা জানে না এবং হাত বাড়িয়ে দেয়-তাহলে তাকে বিব্রত না করতে বাধ্য হয়ে উত্তর দেওয়া যেতে পারে। এটি এক ধরনের অনিবার্যতা।

একজন ওয়াকফ-এ-নও যুবক বলল যে সে বিজনেসে মাস্টার্স করেছে। হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: তুমি পরবর্তীতে কী করতে চাও, আমাকে লিখো। মাস্টার্সের পর যদি আরও যোগ্যতা অর্জন করতে পার, তাহলে করো।

এক যুবক জিজ্ঞেস করল: "শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ নিয়েছি। জামাআতের ফুল-টাইম কাজে যোগ দেওয়ার আগে কি আমি এই ঋণ পরিশোধ করতে পারব?

হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: প্রতিটি ঘটনা আলাদাভাবে বিবেচিত হবে। আমাকে লিখো। যদি জামাআতের তোমার সেবার প্রয়োজন হয়, জামাআত ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেবে; আর যদি প্রয়োজন না থাকে, তাহলে তুমি নিজে কাজ করে এই ঋণ শোধ করবে।

আরেক প্রশ্ন: "জান্নাতে প্রবেশে কি কোনো বিধিনিষেধ আছে?

হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: যোগ্যরাই প্রবেশ করবে। নবী করীম বলেছেন যে এক সময় জাহান্নাম শূন্য হয়ে যাবে এবং জান্নাত পূর্ণ হবে। তাই নেক কাজ করো এবং জান্নাতে প্রবেশ করো।

এক যুবক জিজ্ঞেস করল: "আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি; এখন অন্য কোনো ক্ষেত্রে যেতে চাই। কোনটি বেছে নেব?

হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: আর্কিটেকচারের দিকে যাও- ডিজাইনিংয়ের দিকে।

একজন যুবক জিজ্ঞেস করল: "আমার নাম আবদুর রহমান; কিন্তু অনেকে আমাকে শুধু রহমান বলে ডাকে। এটা কি ঠিক?

হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: যদি কেউ বলে, "রহমান, তুমি খারাপ কাজ করেছ,"তা ঠিক নয়। আবার কেউ যদি বলে, "আবদুর রহমান, তুমি খারাপ কাজ করেছ,"তাও ঠিক নয়-কারণ রহমানের বান্দা হয়ে খারাপ কাজ করা উচিত নয়। যাই হোক, 'আবদুর রহমান' বলা উচিত।

একজন ওয়াকফ-এ-নও প্রশ্ন করল: "পাকিস্তানে মোলভিরা হাঁটুর ওপরে পাজামা রাখে এবং বলে যে পাজামা গোড়ালির নিচে হলে নামাজ হয় না।"

হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: এমন কোনো বিধান নেই। কিছু লোক অহংকারবশত লম্বা পোশাক পরত। নবী করীম অহংকারের কারণে লম্বা পোশাক পরা নিষেধ করেছিলেন।

কিছু সাহাবীর পোশাকও গোড়ালির নিচে যেত, কিন্তু তাঁদের হৃদয়ে অহংকার ছিল না; তাই নবী করীম তাঁদের নিষেধ করেননি। সুতরাং মোলভিরা নিজেদের থেকে এসব ফতোয়া বানিয়েছে।

ছোট বাচ্চাকে বাইআত করানো উচিত কি না-এই প্রশ্নের জবাবে হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: যখন সে বড় হবে, সাবালক হবে এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, তখন সে বাইআত করবে। তখন বোঝা যাবে যে সে চিন্তা-ভাবনা করে এবং অন্তরের সন্তুষ্টি নিয়ে অঙ্গীকার করছে।

ওয়াকিফাত-এ-নও বাচ্চাদের হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে ক্লাস

এরপর প্রোগ্রাম অনুযায়ী ওয়াকিফাত-এ-নও বাচ্চাদের হুজুর-এ-আনোয়ার আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল-আজিজ-এর সঙ্গে ক্লাস শুরু হয়।

ক্লাসের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন আজিজা আতিফা তারিক, এবং তার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন আজিজা মহীন আশফাক।

এরপর আজিজা সাইরা আহমদ রাসুলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি পেশ করেন:

"হজরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'আমি কি তোমাদের বড়

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

বড় গুনাহ সম্পর্কে না জানাই?' আমরা নিবেদন করলাম: 'হ্যাঁ, অবশ্যই জানান।' তিনি বললেন: 'আল্লাহর সঙ্গে শরিক স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।' তখন তিনি বালিশে হেলান দিয়ে ছিলেন; উত্তেজনায় উঠে বসে জোরে বললেন: 'দেখো, তৃতীয় বড় গুনাহ হলো মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।' তিনি এই কথাটি এতবার পুনরাবৃত্তি করলেন যে আমরা চাইছিলাম তিনি যেন চুপ হয়ে যান।"

(বুখারি, কিতাবুল আদব, বাব: হুকুকুল ওয়ালিদাইন)

এই হাদিসের ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করেন নায়লা আহমদ।

এরপর চারজন বাচ্চা-আজিজা মনসুরা মাহমুদ, নুশনা মুজাফ্?ফর, আইশাতুর রাজিয়া এবং আজিজা আয়েশা মাসউদ-একত্রে দলগতভাবে হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্? সালামের নিম্নোক্ত কবিতাটি সুমধুর কণ্ঠে পরিবেশন করেন: ওহ পেশওয়া হামারা জিসসে হ্যা নূর সারা/ নাম উসকা হ্যা মুহাম্মদ দিলবার মেরা এহি হ্যা।

"তিনিই আমাদের সেই নেতা, যার থেকে সব নূর ছড়ায়;

তাঁর নাম হলো মুহাম্মদ-আমার হৃদয়-প্রিয় তিনিই।"

এরপর আজিজা ফারিহা হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্? সালামের নিচের উদ্ধৃতিটি পেশ করেন:

"কুরআন শরিফ যেখানে পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাদের সেবা করার নির্দেশ দেয়, সেখানে এটাও বলে: 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালোভাবেই জানেন। যদি তোমরা নেক হয়, তবে তিনি তাঁর দিকে ফিরে আসা লোকদের জন্য বড় ক্ষমাশীল।' সাহাবাদেরও এমন কিছু কঠিন পরিস্থিতি এসেছিল যে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার কারণে তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। যাই হোক, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। সুযোগ পেলে কখনো হাতছাড়া করবে না। তোমাদের নিয়তের প্রতিদান তোমরা অবশ্যই পাবে। যদি কেবলমাত্র ধর্মের কারণে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য পিতা-মাতার থেকে আলাদা হতে হয়, তবে এটি একটি বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি। সংশোধনকে সামনে রাখো এবং নিয়তের বিশুদ্ধতার খেয়াল রাখো এবং তাদের জন্য দোয়া করতে থাকো। এ ঘটনা আজকের নতুন কিছু নয়; হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সঙ্গেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। যাই হোক, আল্লাহর অধিকারই সর্বোচ্চ। সুতরাং আল্লাহকে অগ্রাধিকার দাও এবং নিজেদের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার হক আদায়ে সচেষ্ট থাকো এবং তাদের জন্য দোয়া করতে থাকো এবং হৃদয়ের বিশুদ্ধতার ওপর নজর রাখো।"

(মালফুজাত, খণ্ড ১০, পৃ. ১৩১)

এরপর হুজুর-এ-আনোয়ার বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করলেন: ওয়াকিফ-এ-নও বলতে কী বোঝায়?

হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: ওয়াকিফ-এ-নও অর্থ হলো তারা-ছেলে বা মেয়ে-যারা তাদের জীবন আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে। জন্মের আগেই তাদের মা-বাবা এ সিদ্ধান্ত নেন, এরপর বড় হয়ে তারা নিজেরাও তাদের জীবন উৎসর্গ করে।

হুজুর-এ-আনোয়ার বললেন: সুতরাং এর অর্থ হলো ওয়াকিফ-এ-নও বাচ্চাদের অন্যদের চেয়ে বেশি আল্লাহর কথা মানতে হবে, শিখতে হবে, এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এবার সম্পর্ক কীভাবে তৈরি হবে? নামাজ আদায়ের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ভালোভাবে আদায় করো, কখনো কখনো নফলও পড়ো। বড় মেয়েদের জন্য নিয়মিত পড়া জরুরি-যখনই পড়া বৈধ। তাহলেই তোমরা ভালো ওয়াকিফাত-এ-নও হতে পারবে; নইলে কোনো উপকার নেই। এরপর যখন তোমাদের শিক্ষা সম্পন্ন হবে, তখন জামাতের সেবা করবে।

এরপর হজরত খলিফাতুল-মসীহ (আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করুন) ওয়াকিফাত-এ-নাউ মেয়েদের প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদান করেন।

এক ওয়াকিফা-এ-নাউ জিজ্ঞাসা করল: যদি কোনো ওয়াকিফা-এ-নাউ কোনো অসুবিধার কারণে পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে না পারে, এবং পরে তার বিবাহ হয়, এবং সন্তান জন্মের পর সন্তান প্রতিপালন ও গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে কীভাবে তার ওয়াকফের অঙ্গীকার পূরণ করবে এবং সেবা করবে?

প্রত্যুত্তরে হজরত খলিফাতুল-মসীহ বললেন: যদি সে নিয়মিত নামাজ আদায় করে, দোয়া করে এবং তার সন্তানদের চমৎকার নৈতিক ও আত্মিক শিক্ষাদান করে, তবে এটিই তার ওয়াকফের মানদণ্ড।

হুজুর বললেন: সন্তান প্রতিপালন নিজেই তাদের জন্য একটি আত্মিক সওয়াবের কারণ। একবার, এক মহিলা রাসূলুল্লাহর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সভায় এসে বললেন, "আমাদের পুরুষেরা জিহাদে যায়, ধর্মের সেবা করে, বাইরে অনেক কাজ করে-তারা সওয়াব পায়, এবং জিহাদের সওয়াব খুবই মহান। আর আমরা ঘরে থেকে তাদের সন্তানদের লালন পালন করি এবং গৃহস্থালি দেখি। আমরা কি সমপরিমাণ সওয়াব পাব? কারণ আমরা তো পুরুষদের মতো কাজ করতে পারি না।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "তোমরাও সমান সওয়াব পাবে।"

হুজুর বললেন: তাই সৎ-সন্তান গড়ে তোলো, এমন সন্তান যারা ধর্মের সেবক হবে; এমনভাবে তাদের শিক্ষাদান করো যাতে তারা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, কুরআন পাঠ করে এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে। এটিই তোমাদের ওয়াকফ। প্রায় ৯০ শতাংশ ওয়াকিফাত-এ-নাউ মেয়েদের প্রধান দায়িত্বই হলো গৃহের সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়া।

হুজুর আরও বললেন: একটি হাদিসে বলা হয়েছে, একজন মহিলা তার গৃহের রক্ষক-এটি সাধারণ মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু ওয়াকিফাত-এ-নাউদের গৃহ তত্ত্বাবধানে আরও বড় দায়িত্ব রয়েছে। আমি লাজনাকে এক ভাষণে বলেছিলাম যে, যদি স্বামীরা নামাজে গাফেলতি করে, তাহলে তাদের কানও টেনে দিতে হবে।

আরেক ওয়াকিফা-এ-নাউ জিজ্ঞাসা করল: যখন আমি হিন্দু ও শিখদের কাছে প্রচার করি, আমি খুব কঠিন মনে করি, কিন্তু খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। আমরা গসপেল ও তৌরাত থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারি, কিন্তু হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধদের কীভাবে প্রচার করব তা বুঝতে পারি না।

হুজুর জবাব দিলেন: হযরত খলিফাতুল-মসীহ ওও (রহ.)-এর দিবাচা তফসীরুল কুরআন বইটি পড়ো। তোমরা হযরত খলিফাতুল-মসীহ ওও (রহ.)-এর সাহিত্য পড়ো না। যদি পড়, তাহলে তা তোমাদেরকে তাবলিগের দিকে নিয়ে যাবে। এরপর আছে উধ'ধিঃঁষ-অসরৎ বই, যা ওয়াকিফীন-এ-নাউদের পড়া উচিত। এতে এই যুগের সমস্ত বিষয় ও ভবিষ্যদ্বাণী চমৎকাররূপে রয়েছে।

দিবাচা তফসীরুল কুরআন -এর ইংরেজি অনুবাদ Introduction to the Study of the Holy Quran নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি বুকস্টলে পাওয়া যায়। এটি ক্রয় করা উচিত। প্রতিটি ওয়াকফে নাউ-এর এটি অধ্যয়ন করা উচিত। প্রথম পঞ্চাশ-ষাট পাতায় হিন্দু, ইহুদি, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের বিষয়ে উত্তর দেওয়া হয়েছে-তাদের তত্ত্বে কী ত্রুটি রয়েছে, এবং কেন শেষ পর্যন্ত ইসলাম প্রয়োজন। দ্বিতীয় অংশে রাসূলুল্লাহর (সা.) জীবনী, আর শেষ অংশে প্রতিশ্রুত মসীহের (আ.) আগমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সুতরাং, যদি তুমি এই দুটি বই-দাওয়াতুল আমীর এবং দিবাচা তফসীরুল কুরআন-অধ্যয়ন করো, তাহলে কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

এক ওয়াকিফা-এ-নাউ জিজ্ঞাসা করল: হুজুর বলেছেন যে ছেলেদের জন্য সর্বোত্তম হলো তারা মুরাব্বি বা মিশনারি হয়। তাহলে মেয়েদের জন্য সর্বোত্তম কী?

হুজুর বললেন: নেক ও সৎ মেয়ে হও; ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করো। মিশনারিরা বাইরে গিয়ে তাবলিগ করলে, মেয়েরাও তাবলিগ করতে পারে। তারা ঘরে সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে এবং বাহিরেও তাবলিগে অংশ নিতে পারে। তাই হযরত মুসলেহ-মওউদ (রহ.) বলেছেন, যদি জামাতের ৫০ শতাংশ মেয়ে নিজেকে সংস্কার করে, তবে প্রতিটি সমাজে এক বিপ্লব আসবে।

এক মেয়ে জিজ্ঞাসা করল: হুজুরের শৈশবের কোনো স্মরণীয় ঘটনা কি আছে যেখানে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ বা সাহাবির সাথে কোনো অভিজ্ঞতা রয়েছে?

হুজুর বলেন: আমাদের দাদা, হযরত মির্জা শরীফ আহমদ সাহিব (রহ.), প্রতিশ্রুত মসীহের (আ.) ছোট পুত্র, যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আমার বয়স ছিল এগারো। এর দুই বছর আগে তিনি একদিন হযরত খলিফাতুল-মসীহ ওও (রহ.)-এর কাছে যেতে চেয়েছিলেন এবং আমাকে সঙ্গে নেন। যদিও তিনি তাঁর ছোট ভাই, তবুও তিনি বাড়িতে সরাসরি প্রবেশ করেননি; বরং বাইরে অপেক্ষা করেন এবং আমাকে ভেতরে গিয়ে অনুমতি চাইতে পাঠান। আমি উপরে গেলাম, সেখানে ছোটি আপা (হযরত মারিয়ম

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum**

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়।

(আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad**

সিদ্দীকা সাহিবা, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) দায়িত্বে ছিলেন। আমি বার্তা পৌঁছে দিলাম। হযরত খলিফাতুল-মসীহ ওও (রহ.) অসুস্থ ছিলেন ও শুয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর বিছানার পাশে একটি চেয়ার রাখলেন। তারপর আমি নিচে নেমে হযরত মির্জা শরীফ আহমদ সাহিবকে (রহ.) উপরে নিয়ে এলাম। তিনি ভেতরে গিয়ে চেয়ার সরিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন। তখনকার দিনে কার্পেট ছিল না-সাধারণ চট বিছানো থাকত। তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় কথা বললেন, যদিও আমি তখন ছোট-৮ বা ৯ বছর বয়স-তাই বুঝিনি। পরে তিনি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে পিছিয়ে পিছিয়ে বেরিয়ে এলেন। এই ঘটনা আমার মনে স্থায়ী হয়েছে-খিলাফতের প্রতি সম্মান কেমন হওয়া উচিত। নিজের ভাই হলেও খিলাফতের সম্মান সর্বোচ্চ। বড়দের কিছু কথা আজীবন মনে থাকে। ছোটবেলা থেকে আমি এ ঘটনা স্মরণ রাখি এবং বুঝেছি যে খিলাফতকে শ্রদ্ধা করা অপরিহার্য।

এক মেয়ে জিজ্ঞেস করল: আকিকার ক্ষেত্রে ছেলের জন্য দুটি পশু কুরবানি করা হয়, আর মেয়ের জন্য একটি-এর পিছনে হিকমত কী?

হুজুর মেয়েটিকে বললেন: তাহলে তুমি উত্তরাধিকারের বেলায়ও জিজ্ঞেস করবে কেন ছেলে দুই অংশ পায় আর মেয়ে এক অংশ। হুজুর বললেন: সম্ভবত কারণ ছেলেদের দায়িত্ব বেশি, ঘরের বাইরে ত্যাগও বেশি করতে হয়; তাই তাদের দুই অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ছেলের জন্য দুই অংশ এবং মেয়ের জন্য এক অংশ নির্ধারণ করেছেন। তবে মূল হিকমত পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা হয়নি।

হুজুর বললেন: তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত-মেয়েরা সাধারণত বেশি সৎ হয়। হয়তো এসব নেক গুণের কারণে তাদের জন্য কম কুরবানি যথেষ্ট।

এক মেয়ে জিজ্ঞাসা করল: মানুষ ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কেন যুক্ত করে?

হুজুর উত্তর দিলেন: আজ যেসব গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী বলা হয়-আল-কায়েদা, তালেবান, বোকো হারাম-এরা অধিকাংশই মুসলিম। তাই মানুষ ভুলভাবে ধারণা করে যে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ একই। আমাদের এ ভুল ধারণা দূর করতে হবে।

হুজুর বললেন: একটি বই আছে Pathway to Peace, যাতে বিভিন্ন দেশে আমার দেওয়া ভাষণ প্রকাশিত হয়েছে। এতে আমি ব্যাখ্যা করেছি যে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে এক করা যাবে না; এগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব গোষ্ঠীর স্বার্থ আছে দুইটিকে এক করার। বইটি কিনে পড়ো। এটি ওয়াকিফীন-এ-নাউদের দুই ডলারে দেওয়া উচিত। এতে নানা দিক থেকে জবাব দেওয়া হয়েছে।

হুজুর চালিয়ে বললেন: ইসলামের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলাম কখনো যুদ্ধ শুরু করেনি, কখনো সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করেনি। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) সবাইকে ক্ষমা করে দেন। কুরআন অবিচার নিষিদ্ধ করেছে। বলা হয়েছে, কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবে না; যে একজন মানুষকে হত্যা করল, সে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর এই কথিত মুসলিম সন্ত্রাসীরা কাকে হত্যা করছে? খ্রিস্টানদের নয়-মুসলিমদের। পাকিস্তানে প্রতিদিন হামলা হয়। ইরাকে শিয়া-সুন্নি একে অপরকে হত্যা করছে; আত্মঘাতী বোমা হচ্ছে-এবং মুসলমানই মারা যাচ্ছে। চার্চ হামলায় হয়তো এক-দুই শত খ্রিস্টান মারা গেছে, কিন্তু মোটের উপর মুসলমানরাই নিহত হচ্ছে।

হুজুর বললেন: তারা আহমদিদেরও হত্যা করে, এবং এরপর আর কোথাও বোমা ফাটে। তারা নিজেরাই সন্ত্রাসী, নিজেদেরই হত্যা করছে, এবং কোথাও তা অনুমোদিত নয়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, তোমাদের পরস্পরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে-কিন্তু এরা মুসলমানকে হত্যা করছে। একটি মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে আল্লাহ বলেন, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে-তাই এরা সবাই নরকের দিকে যাচ্ছে। সুতরাং ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদের কোনো সম্পর্কই নেই।

হুজুর বললেন: 'ইসলাম' শব্দের অর্থই শান্তি। যদি তোমরা এমটিএ দেখো-ওয়াকিফীন-এ-নাউদের দেখা উচিত-এই বছরের জালসা সালানা ইউকে-র আমার সমাপনী ভাষণে আমি ব্যাখ্যা করেছি ইসলাম কী, এর অর্থ কী, প্রকৃত মুসলমান কারা। তাই Pathway to Peace নিজে পড়ো এবং তাদের দাও যারা অভিযোগ করে ইসলাম উগ্রবাদ শেখায়।

(ক্রমশঃ ....)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad**

(১ম পাতার শেষাংশ)

মক্কার প্রতিনিধি সুহায়লের নিজের পুত্র, দড়ি দিয়ে বাঁধা ও ক্ষতবিক্ষত, নবীর সামনে এসে পড়ে এবং বলে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি অন্তরে মুসলমান, কিন্তু আমার পিতা এ কারণে আমাকে নির্যাতন করছে। আজ সে এখানে এসেছে, তাই সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এসেছি।" নবী (সা.) কিছু বলার আগেই সুহায়ল বলে উঠল, "সন্ধি সম্পন্ন হয়েছে; তাকে আমার সঙ্গে ফিরতে হবে।"

সেই মুহূর্তে আবু জন্দালের অবস্থা এমন করুণ ছিল যে মুসলমানদের চোখ থেকে রক্তের অশ্রু ঝরছিল। আবু জন্দাল নিজেও মিনতি করে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে আবার মক্কার লোকদের হাতে তুলে দেবেন যাতে তারা আমাকে আগের চেয়েও বেশি নির্যাতন করে?" কিন্তু নবী (সা.) বললেন, "আল্লাহর রসূলগণ চুক্তি ভঙ্গ করেন না। তোমাকে যেতেই হবে। ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখো।" অতঃপর তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হয়।

পরে, যখন নবী (সা.) মদিনায় পৌঁছালেন, তখন মক্কার আরেক যুবক-আবু বসির (রা.)-দৌড়ে আশ্রয় নিতে এল। কিন্তু নবী (সা.) সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকেও মক্কায় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন।

একইভাবে, চুক্তির প্রতি তাঁর আনুগত্য এত বেশি ছিল যে একবার একটি রাষ্ট্রীয় দূত একটি বার্তা নিয়ে আসেন। কয়েকদিন নবীর সান্নিধ্যে থেকে তিনি ইসলামের সত্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যান এবং ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু পবিত্র নবী (সা.) বললেন, "এটি সমীচীন নয়। তুমি তোমার সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে একটি বিশেষ মর্যাদায় নিযুক্ত আছো। তুমি যেমন অবস্থায় এসেছো তেমনভাবেই ফিরে যাও, আর সেখানে ফিরে যাওয়ার পর যদি তোমার অন্তর ইসলামমুখী থাকে, তাহলে আবার এসে ইসলাম গ্রহণ করো।"

(আবু দাউদ, বাব আল-ওফা বিল-আহদ)

মুসলমানরাও চুক্তি পালনে অসাধারণ সতর্কতা প্রদর্শন করত। একবার যুদ্ধ চলাকালে কাফেররা প্রতারণা করে এক ইথিওপীয় মুসলিমের সঙ্গে চুক্তি করে এবং দুর্গের দরজা খুলে দেয়। মুসলিম বাহিনী প্রবেশ করতে চাইলে তারা বলে, "আমরা তো তোমাদের সাথে ইতোমধ্যে চুক্তি করেছি।" সেনাপতি বললেন, "আমার সঙ্গে তো কোনো চুক্তি হয়নি।" তারা বলল, "আমরা তোমাদের এক ইথিওপীয় সঙ্গীর সঙ্গে চুক্তি করেছি; সে আমাদের কিছু শর্তে নিরাপত্তা দিয়েছে।" সেনাপতি বললেন, "তার চুক্তি করার ক্ষমতা নেই; চুক্তি আমার সঙ্গে হওয়া উচিত ছিল।" তারা উত্তর দিল, "আমরা তা জানি না; আমাদের চুক্তি তো তোমাদের সঙ্গেই হয়েছে।"

বিরোধ তীব্র হলে মুসলিম সেনাপতি হযরত উমর (রা.)-কে বিস্তারিত লিখে নির্দেশনা চান। হযরত উমর (রা.) জবাব দেন: "আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার পূরণকে অত্যন্ত মর্যাদা দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এই চুক্তি পূরণ করবে এবং অপর পক্ষ নিজে থেকে তা লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত চুক্তির উপর অটল থাকবে।"

(তাফসিরে কাবীর, খণ্ড ৬, পৃ. ১৩৩)

বার্ষিক জলসার রিপোর্ট
জামাত আহমদিয়া কবিরা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জামাত আহমদিয়া কবিরা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর বার্ষিক জলসা ২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, যা পশ্চিমবঙ্গের আমির ও মিশনারি ইনচার্জ সাহেবের অনুমোদনক্রমে আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যা ৬টায় পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও তার অনুবাদ দিয়ে শুরু হয় এবং এরপর নাত-এ-রাসূল পরিবেশিত হয়। এর পরে সম্মানিত সভাপতি মহাশয়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। জলসায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাদিয়ান থেকে আগত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মুজাহিদ আহমদ শাস্ত্রী। জলসায় পাঁচ জন সম্মানীয় বক্তা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জলসায় বিভিন্ন জামাত থেকে বহু অতিথি উপস্থিত ছিলেন। মোট ১৫২ জন আহমদি ও অ-আহমদি মহিলাসহ সর্বমোট ৩৯০ জন এই জলসায় অংশগ্রহণ করেন এবং এবং পরবর্তীতে আপ্যায়নের ব্যবস্থাও ছিল। এছাড়া জনসেবামূলক কাজ হিসেবে দাতব্য চিকিৎসা শিবিরের আয়োজনও করা হয়েছিল।

এ বছরও আল্লাহ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে জামাত বিশেষ সমর্থন লাভ করে। বহু আহমদি ও অ-আহমদি, বিশেষ করে স্থানীয় হিন্দু জনগোষ্ঠী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশ নেন। প্রায় ৩৯০ জন মানুষের নিকট জামাতের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ হয়। জামাতের সদস্যদের পাশাপাশি অ-আহমদিদের জন্যও উপযুক্ত আসনবিন্যাসের ব্যবস্থা করা হয়।

জলসার ফলে আল্লাহর ফজলে অনেক অ-আহমদির হৃদয়ে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে জামাত সফল হয়।

অনুরূপভাবে ৩ নভেম্বর পার্শ্ববর্তী গ্রাম জামাত আহমদ হোগলাতেও একটি তরবীয়তি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুজাহিদ আহমদ শাস্ত্রী সাহেব এবং মাননীয় মুবাল্লিগ ইনচার্জ কবিরা জামাত, সাজ্জাদ আহমদ সাহেব জলসায় বক্তব্য দান করেন। জলসায় হোগলা জামাতের ৭০ জন নারী ও পুরুষ খিদমতে-খলক বা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন।

আল্লাহ তা'লা এই বরকতময় জলসা সফল করার ক্ষেত্রে সকল অবদানকারীদের উত্তম প্রতিদান দিন এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক সেবা করার তাওফিক প্রদান করুন। আমিন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 11 Dec 2025 Issue No.50

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(খুতবার শেষাংশ .....)

আফ্রিকায় মোট আদায়ের দিক থেকে শীর্ষ পাঁচটি জামা'তের উল্লেখ করছি, সেগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে আছে ঘানা, তারপর মরিশাস, এরপর নাইজেরিয়া, তারপর বুরকিনা ফাসো এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে তানজানিয়া। এছাড়াও এমন আরো কিছু জামা'ত রয়েছে।

মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সতেরো লাখ পর্যন্ত হয়েছে। আর এই বছরের রিপোর্ট অনুযায়ী ষষ্ঠ রেজিস্টার, যা দুই বছর আগে শুরু হবার ঘোষণা করা হয়েছিল, তাতে যারা নতুনভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্যা হলো ৪৩ হাজার ৫৮৮জন। সকল জামা'তকে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে বলা হচ্ছে যে, তাহরীকে জাদীদে যারা নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন, তাদেরকে যেন ষষ্ঠ রেজিস্টারে গণনা করা হয় এবং এর রিপোর্ট যেন ওয়াকালত মাল-এ পাঠানো হয়।

জার্মানির প্রথম দশটি জামা'ত হলো: রোডগাও (Rodgau), অসনাব্রুক (Osnabruck), পিনেবার্গ (Pinneberg), নিডা (Nidda), ফ্লোরেসহাইম (Florsheim), রোডেরমার্ক (Rodermark), ব্রেমেন, নিউ ভিড, ফ্রাইডবার্গ মিটে, কোবলেন্জ।

আর দশটি (আঞ্চলিক) এমারত হলো যথাক্রমে: হামবুর্গ (Hamburg), ফ্রাঙ্কফুর্ট (Frankfurt), গ্রস-গেরাউ (Gross-Gerau), উইযবাদেন (Wiesbaden), রিডস্টাড্ট (Riedstadt), মানহাইম (Mannheim), ডিটসেনবাখ (Dietzenbach), মরফেল্ডেন ওয়াল্ডর্ফ (Morfelden Walldorf), ব্রুসেলসহাইম এবং ডার্মস্টাড্ট (Darmstadt)।

যুক্তরাজ্যের প্রথম পাঁচটি অঞ্চল হলো: প্রথম স্থানে ইসলামাবাদ, তারপর বাইতুল ফুতুহ, এরপর মসজিদ ফযল, তারপর বাইতুল ইহসান, এরপর নর্থ ইস্ট।

তাদের দশটি বড়ো জামা'ত হলো: প্রথম স্থানে ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে অ্যাশ (অংয), উস্টার পার্ক (Worcester Park), সাউথ চিম (South Cheam), ওয়ালসল (Walsall), ফার্নহ্যাম নর্থ (Farnham North), অল্ডারশট সাউথ (Aldershot South), মসজিদ ফযল, ফার্নহ্যাম সাউথ, ইয়ু ল (Ewell)।

ছোটো জামা'তগুলোর মধ্যে যারা কাজ করছে তারা হলো লেমিংটন স্পা, স্পেন ভ্যালি, কিথলি, ব্রান্টউড এবং জামেয়া ইউকে। আমেরিকার প্রথম দশটি জামা'ত হলো নর্থ ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড (Maryland), লস অ্যাঞ্জেলেস (Los Angeles), সিয়াটল (Seattle), শিকাগো (Chicago), ডালাস, সিলিকন ভ্যালি (Silicon Valley), নর্থ জার্সি, সাউথ ভার্জিনিয়া (South Virginia), সেন্ট্রাল জার্সি, বাল্টিমোর, ডেট্রয়েট (Detroit)।

আর কানাডার স্থানীয় জামা'ত গুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থানে আছে ভন (Vaughan), এরপর যথাক্রমে ক্যালগেরি (Calgary), পিস ভিলেজ (Peace Village), ভ্যানকুভার (Vancouver), টরন্টো ওয়েস্ট, ব্রাম্পটন ইস্ট (Brampton East), মিসিসাগা।

আর আদায়ের দিক থেকে কানাডার উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলো হলো হ্যামিল্টন মাউন্টেন, হ্যামিল্টন, এডমিন্টন ওয়েস্ট, হাদীকায়ে আহমদ, অটোয়া ইস্ট, অটোয়া ওয়েস্ট, উইনিপেগ, রেজাইনা, ভড্রুয়েল, ইয়েলোনাইফ।

পাকিস্তানে সাধারণ আদায়ের দিক থেকে প্রথমে রয়েছে লাহোর, দ্বিতীয় স্থানে রাবওয়া, তৃতীয় স্থানে রয়েছে করাচি।

জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ, এরপর রয়েছে ফয়সালাবাদ, এরপর সিয়ালকোট, এরপর সারগোধা, উমরকোট, নারওয়াল, মিরপুর খাস, রাহীম ইয়ার খান, টুবাটেক সিংঘ, লাইয়া।

কুরবানীর দিক থেকে অগ্রগামী পাকিস্তানের শহুরে জামা'তগুলোর মাঝে রয়েছে এমারত টাউনশিপ লাহোর, এমারত ডিফেন্স লাহোর, এমারত দারুয যিকর লাহোর, এমারত আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, এমারত বাইতুল ফযল ফয়সালাবাদ, ভাওয়ালনগর, কোয়েটা, ভাওয়ারপুর, লোধরাঁ, সাহিওয়াল।

ভারতের প্রথম দশটি জামা'ত যেগুলো প্রাদেশিক হিসেবে সেগুলো হলো কেরালা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, জম্মু -কাশ্মীর, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লী।

কুরবানীর দিক থেকে যে দশটি জামা'ত শীর্ষে রয়েছে তার মধ্যে প্রথমে রয়েছে হায়দ্রাবাদ, কোয়েম্বেটুর, তামিলনাড়ু, এরপর কাদিয়ান, কালিকট, মেলাপালায়াম, মাঞ্জেরি, কেরালা, ব্যাঙ্গালুরু, কেরেং, কোলকাতা, কেরোলাই।

অস্ট্রেলিয়ার দশটির জামা'তের মাঝে প্রথম হলো মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, এরপর যথাক্রমে মেলবোর্ন বেরউইক, মার্সডেন পার্ক, পেনরিথ, মেলবোর্ন ওয়েস্ট, ক্যাসেল হিল, এডেলেইড ওয়েস্ট, মেলবোর্ন ক্লাইড, পার্থ, মেলবোর্ন ইস্ট।

যেভাবে আমি বলেছি, তাহরীকে জাদীদের ৯২তম বছর আরম্ভ হয়েছে। দফতরআউয়াল (প্রথম রেজিস্টার)-এর ৯২তম বছর হবে, এটির যে পুরোনো রেজিস্টার রয়েছে সেটি চলমান রয়েছে।

দফতর দওমের (দ্বিতীয় রেজিস্টার) ৮২তম বছর, দফতর সওমের (তৃতীয় রেজিস্টার) ৬১তম বছর এবং দফতর চাহারমের (চতুর্থ রেজিস্টার) ৪১তম বছর, দফতর পঞ্জামের (পঞ্চম রেজিস্টার) ২২তম বছর এবং দফতর শিশমের (ষষ্ঠ রেজিস্টার)

৩য় বছর আরম্ভ হবে এখন। আমি যেমনটি পূর্বেই বলেছি, নতুন যোগদানকারীগণ দফতর শিশমে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে নিশ্চিত করছি, আপনাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়ে সত্যিকার স্পৃহা দান করেছেন। আর আপনাদের ঈমান ও ইরফান বৃদ্ধির জন্য সত্যিকার প্রজ্ঞা ও গূঢ়তত্ত্ব দান করা হয়েছে। এই গূঢ়তত্ত্ব আপনাদের ও পরবর্তী প্রজন্মের অত্যন্ত প্রয়োজন। এ কারণেই আমি এখানে প্রস্তুত হয়ে আপনাদের সামনে দণ্ডায়মান যেন আপনারা নিজেদের পবিত্র সম্পদ, অর্থাৎ সৎ পথে অর্জিত সম্পদ থেকে নিজেদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণার্থে সাহায্য প্রদান করেন, আর আল্লাহ্ তা'লা যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য এবং স্বচ্ছলতা দিয়েছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সে অনুযায়ী প্রদান করেন এবং এ থেকে যেন পিছপা না হন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল থেকে নিজ ধনসম্পদকে অগ্রগণ্য করবেন না। আর যতটুকু আমার সাধ্যে কুলায়, আমার লেখার মাধ্যমে এই জ্ঞান ও কল্যাণরাজি এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেবো, যা আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা আমাকে দান করেছেন।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দায়িত্বে যে মিশন অর্পণ করেছেন, এখন আমাদের দায়িত্ব হলো এই মিশনকে পূর্ণতা দান করা। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, আরব রাষ্ট্রসমূহ, দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ-প্রতিটি স্থানে এই আর্থি ক কুরবানী করার কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ইসলামের বাণীকে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন। আর শুধুমাত্র এখানে ইউরোপের বাসিন্দারাই যে আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিচ্ছেন তা-ই নয়, বরং আমি যেভাবে উদাহরণ দিয়েছি, সেখানকার লোকেরাও বেশ অগ্রগামী হয়ে আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুরবানী গ্রহণ করুন আর তাদের ধনসম্পদ ও জনসম্পদে সমৃদ্ধি দান করুন এবং আমাদের এসব চেষ্টাপ্রচেষ্টাকে অফুরন্ত কল্যাণে ভূষিত করুন, আর এগুলোর সর্বোত্তম পরিণতি সৃষ্টি করুন। আর আমরা যেন অচিরেই ভূপৃষ্ঠে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে পারি এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকা যেন সগৌরবে উড্ডীন দেখতে পাই।

(আল ফজল ইন্টার ন্যাশনাল,২৮ নভেম্বর, ২০২৫)

১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir